ভিনাস্‌চিত্র

ও

অন্যান্য গল্প

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী

প্রকাশক—

শ্রীপ্রিয়নাথ দাশগুপ্ত

ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস
২২ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা।

২১১নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট ব্রাহ্মমিশন প্রেসে,
অবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

মূল্য দশ আনা

লেখাগুলির অধিকাংশই ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেগুলি স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন এবং পরিবর্দ্ধন করিয়া নূতন কয়েকটী লেখার সহিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল।

১০ই চৈত্র,
১৩২১

শ্রীসুধাংশুকুমার চৌধুরী

সূচী

ভূমিকা … … … ১
হাস্যরসিক মার্কটোয়েন … … ৫
ভিনাস্‌চিত্র … … … ১০
অপ্রস্তুত .. … … ২৮
পিক্‌নিক … … … ৪৮
জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাগৃহ … ৮৩
ফাঁকি … … … ৮৯

ভূমিকা

সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন হাস্যরসিক ক্লিমেন্স সেমুয়েল লেঙ্‌হর্নস্ (মার্কটোয়েন) সম্বন্ধে দু'চারিটী কথা এবং তাঁহার রচিত কয়েকটী কৌতুকচিত্র এইগ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

আমেরিকান্তর্গত ফ্লোরিডাতে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিলনা তাই অল্পবয়সেই তাঁহাকে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। প্রথম কিছুদিন তিনি ছাপাখানায় প্রিণ্টারের কাজ করিয়াছিলেন—অতঃপর মিসিসিপী নদীতে কিছুকাল 'পাইলটের' কাজ করিয়া অবশেষে তিনি তাঁহার ভ্রাতার সেক্রেটারী হইয়া নেভিডাতে গমন করেন। এই স্থানে অবস্থানকালে তিনি কয়েকটি কৌতুকচিত্র রচনা করিয়া সেখানকার সাময়িকপত্রে প্রকাশিত করেন। এই শ্রেণীর রচনা পাঠকদের নিকট অতি তৃপ্তিকর হইয়াছিল। সর্ব্বসাধারণের আগ্রহে উৎসাহান্বিত হইয়া তিনি তাঁহার কৌতুক রচনাগুলি একত্র করিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশিত করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল।(১)

ইহাই মার্কটোয়েনের প্রথম গ্রন্থ। এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়া মাত্রই তাঁহার যশঃসৌরভ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত

---

(1) The Jumping Frog and other sketches.

হইয়া পড়িল। কোনো কোনো সাময়িকপত্রের সম্পাদক নানাপ্রকার কৌতুকরচনার উপকরণ সংগ্রহের নিমিত্ত তাঁহাকে নিজেদের ব্যয়ে বিদেশভ্রমণে প্রেরণ করেন। তিনি তাঁহাদের অভিপ্রায়মত স্যান্‌ডুইচ্‌ দ্বীপপুঞ্জ, মিশররাজ্য, প্যালেষ্টাইন ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং তাঁহার কৌতুকরচনা ও কৌতুককথায় দেশবাসীকে পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন। কিছুদিন মধ্যেই তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।(১)

মার্কটোয়েন বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন; পূর্ব্বোক্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত ছাড়া ভ্রমণবিষয়ে তাঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।(২)

ইহার পর মার্কটোয়েন কিছুদিন ফিলেডেলফিয়াতে একটী সংবাদপত্র সম্পাদন করিলেন এবং অবশেষে বিবাহ করিয়া হার্টফোর্ডে স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে লাগিলেন; হার্টফোর্ডে অবস্থানকালে তিনি অনেক গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়াছিলেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রসিদ্ধ উপন্যাস Tom Sawyer প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থ এবং ইহার পরবর্ত্তী উপন্যাস Huckleberry Fin প্রকাশিত হওয়ায়

---

(1) The Innocents abroad

(2) A tramp abroad, The new pilgrims progress, Roughing it etc.

তাঁহার যশঃপ্রভা ইংলণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সকলেই তাঁহার রচনানৈপুণ্যে মুগ্ধ হইলেন।

মার্কটোয়েনের শেষ বয়স সুখে কাটে নাই। শেষ বয়সে তিনি অতুল সম্মান ও সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু পারিবারিক অশান্তির নিপীড়নে তিনি বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একে দারুণ অর্থাভাব তাহার উপর আবার তাঁহার দুইটী কন্যা এবং প্রিয়তমা পত্নীর অসাময়িক বিয়োগ—মার্কটোয়েনের হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। সংসারে কোনো কাজেই আর তিনি সুখশান্তি খুঁজিয়া পাইলেন না; এবং অধিকদিন এই হৃদয় যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া ১৯১০ খৃষ্টাব্দে ৭৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গেলেন।

মার্কটোয়েন একজন অসাধারণ হাস্যরসিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন সত্য—কিন্তু কৌতুক রচনা অপেক্ষা তাঁহার উপন্যাসাবলীই জগতের সাহিত্যে অধিক মূল্যবান। সভ্যতা এবং রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কৌতুক রচনার আদর বিশেষ কমিয়া যাইবে—সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই—কিন্তু তাঁহার Tom Sawyer, Huckleberry fin, The man that corrupted প্রভৃতি উপন্যাসগ্রন্থাবলী বিশ্বসাহিত্যে চিরকাল আদরণীয় থাকিবে। কি মাধুর্য্যগুণে, কি লোকচরিত্র বিশ্লেষণে

কি নির্ভীক সত্যবর্ণনায়—তাঁহার উপন্যাসাবলী চিরকাল বরণীয় থাকিবে।

আমরা Tom Sawyerএর গল্পাংশ, পাঠকদের পরিতৃপ্তির জন্ত, এই গ্রন্থে কিয়দ্দূর সন্নিবিষ্ট করিয়াছি—এতদ্ভিন্ন অন্তান্ত কোনও কোনও গ্রন্থ হইতেও তাঁহার রচিত কয়েকটী গল্প এবং বর্ণনা এই গ্রন্থে চয়ন করা হইয়াছে।

হাস্যরসিক মার্কটোয়েন

আমেরিকায় মার্কটোয়েন একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়া পরিচিত ; তাঁহার কৌতুক রচনা পাঠকদের মনে এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দরসের সৃষ্টি করে। ইনি কেবল রচনাতে নয়, কথা বার্ত্তাতেও সকলকে মুগ্ধ করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক বর্ণনভঙ্গিতে হাসির ফোয়ারা ছুটিত। সকলের কথা মিষ্ট লাগে না ; কিন্তু যাঁহাদের চিত্তহরণ ক্ষমতা আছে তাঁহাদের সামান্য কথাটীও বলিবার ভঙ্গিতে অতি উপভোগ্য হইয়া ওঠে। মার্কটোয়েন এই স্বাভাবিক শক্তিতে শক্তিমান্ ছিলেন। ইহার উপর তাঁহার স্বভাবও সাতিশয় মধুময় ছিল।

কোনও বিষয় পড়িবার সময় তাহার ভিতরের ভাল কথাগুলিতে দাগ দেওয়া মার্কটোয়েনের একটা অভ্যাস ছিল। একখানি পত্রিকায় এই কথাগুলির নীচে তিনি দাগ দিয়াছিলেন।

"It has been said that a man's last will and testament best expresses his character. Does it ? Do we not know a man best from the simple act, look or speech of daily life, when the consciousness is unaware ?"

মার্কটোয়েনের ছোট বড় সকল কাজে ও কথা বার্ত্তায়ই তাঁহার চরিত্রের মধুরতা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিত। তিনি ছোট মেয়েদের বড় ভাল বাসিতেন। জীবনের শেষ কয়েক মাস তিনি বার্ম্মদায় (Bermuda) কোন এক ভদ্রমহিলার আতিথ্যে যাপন করিয়াছিলেন। এই ভদ্রমহিলার হেলেন নামে একটি মেয়ে ছিল। এই মেয়েটীর স্নেহাকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই বার্ম্মদাতে তিনি অতিথি হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন সংসারে কেবল ছোট মেয়েদেরই অস্তিত্ব থাকা উচিত। ছেলেরা যে পর্য্যন্ত মানুষ না হয় সে পর্য্যন্ত সংসারের পক্ষে তারা অশোভন। তিনি সব জিনিসই নবীন চাহিতেন। তিনি বলিতেন অল্পবয়স্ক গুবড়ে পোকা হওয়াও বৃদ্ধ নন্দনপক্ষী হওয়ার চেয়ে ভাল। (*)

তিনি সাধারণতঃ প্রাতঃকালটা বই লইয়া কাটাইতেন। বই ও সিগার (cigar) তাঁহার চিরসঙ্গী হইয়া থাকিত। তাঁর বিছানাময় রাশি রাশি পুঁথি, হাতের লেখা কাগজ এবং লিখিবার সরঞ্জাম বিক্ষিপ্তভাবে পড়িয়া থাকিত।

কি দিনে কি রাত্রিতে অবসরের ক্ষুদ্র মুহূর্ত্তটী পর্য্যন্ত তিনি পড়িয়া কাটাইতেন। কোথাও যাইতে হইলেও

---

* 'It is better to be a young beetle than a bird of paradise.”

প্রায়ই তিনি কোন একটা বই সঙ্গে রাখিতেন। কার্লাইলের 'ফরাসী বিদ্রোহ', পেপির ডায়ারি, কিপ্লিঙের গ্রন্থাবলী এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি সর্ব্বদাই হাতের কাছে রাখিতেন। এছাড়া সমসাময়িক কত রকম পুস্তকই প্রতিদিনের ডাকে যে তাঁহার নিকট আসিত !

বার্ম্মুদাতে মার্কটোয়েনের শেষ দিনগুলি বেশ সুখ শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁর প্রিয় বন্ধুরাও এইখানেই তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন।

একবার তিনি কোনও মহিলাক্লাবে বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়া সেক্রেটারী মহাশয়ের উপকারার্থ "Rules of Etiquete in reaching heaven" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সেক্রেটারী মিষ্টার পেন যদি গাইড্ ছাড়া একা স্বর্গে উপস্থিত হন তবে সে বিপদ হইতে ইহার সাহায্যে তিনি উদ্ধার লাভ করিবেন।

বৈকালে সাগরতীরে গিয়া চা পান করিতে তিনি বেশ আমোদ অনুভব করিতেন। সে সময় তিনি গল্পগুজব করিয়া বা ছেলেমেয়েদের সহিত খেলায় যোগ দিয়া কাটাইতেন। একদিন এই অপরাহ্নিক বিশ্রামকালে তিনি একটা গল্প বলিয়াছিলেন। তাহা এই ঃ

তখন তিনি স্যান্ট্রানলিয়েজের সংবাদদাতা। একটা নৌকাদোড়ের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে অনেক

দূরে যাইতে হইয়াছিল। বাচ খেলার আগের দিন রাত্রিকালে পথশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া তিনি সহরে পৌঁছিলেন। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গে শুনিতে পাইলেন বাহিরে মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। তাই তিনি আবার শয্যা গ্রহণ করিলেন। ভাবিলেন সে দিন আর বাচ খেলা হইবে না। বৈকালে অনেক বিলম্বে ঘুম হইতে উঠিয়া যখন বাহিরে আসিলেন তখন ত তিনি একেবারে অবাক্। দেখিলেন পরিষ্কার ফুটফুটে দিন। বৃষ্টির নাম গন্ধ নাই। বাচ খেলা বেশ নির্ব্বিঘ্নে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। যে বৃষ্টির শব্দ তিনি শুনিয়াছিলেন তাহা তাঁর জানালারই অদূরস্থিত একটী ঝড়ণার জল পড়ার শব্দ!

কি ঔৎসুক্যের সঙ্গেই না এই সামান্য গল্পটী সকলে উপভোগ করিতেছিল! অন্যের মুখে এ গল্প গল্পই নয়, কিন্তু মার্কটোয়েন যখনই কোন গল্প বলিতেন তাহা নিতান্ত সামান্য বা পুরাতন হইলেও লোকের চিত্ত বিমোহিত করিত। নহিলে আর তিনি মার্কটোয়েন কেন!

একবার সেখানকার বায়োস্কোপ কোম্পানী তাঁহার চিত্র দেখাইতেছিল। মার্কটোয়েন সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁর অবিকল একটি চিত্র বসিয়া ধূমপান করিতেছে। তিনি সাতিশয় প্রমোদিতভাবে বলিলেন, এ চিত্র এতদূর অবিকল যে, তাঁহার মনে হইতেছে তিনি

যেন আরসিতে মুখ দেখিতেছেন। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গী এবং স্বরও রেকর্ডে ঠিক উঠিয়াছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় দৈবাৎ সেগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

বর্ম্মদায় হেলেনকে তিনি পড়াইতেন। শিক্ষা দেওয়ার তাঁর একটা প্রণালী ছিল এই, শিক্ষক শিক্ষার্থিনীর কিম্বা শিক্ষার্থিনী শিক্ষকের কোনও ভুল ধরিতে পারিলে—তাহাদিগকে তাহাদের প্রত্যেক ভুলগুলি ৫০ বার করিয়া সংশোধন করিতে হইত। তাঁর লেখার খাতার অনেক পাতাই এইরূপ সংশোধন করা শব্দে এবং ফরাসী তর্জ্জমায় পূর্ণ।

তিনি সুন্দর সুন্দর শব্দ নির্ব্বাচন ও ব্যবহার করিতে বড় ভাল বাসিতেন। একটি শ্রবণসুখকর কোনও শব্দ পাইলে তিনি বহুদিন পর্য্যন্ত সেটাকে সযত্নে রক্ষা করিতেন এবং কোন লেখায় সে শব্দটা উপযুক্ত স্থানে ব্যবহার করিয়া তবে নিশ্চিন্ত হইতেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি যে কেবল কৌতুক-কথার রচয়িতা ছিলেন তাহা নহে, ভাব ও চিন্তাসম্পদেও তাঁর সমস্ত লেখাই সম্পদশালী।

সন্ধ্যা বেলা তিনি তাস্ খেলিতেন। রাত্রির পর রাত্রি তাস খেলায় বসিয়া কাটাইতে বিরক্তি বা ক্লান্তি বোধ করিতেন না। Heart খেলা তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল। ইহার প্রধান কারণ, এ খেলাটীতে তিনি নিপুণ ছিলেন।

প্রথম প্রথম অনবরত তিনি জিতিতেন। কিন্তু যখন আর সকলেও তাঁর মত খেলায় দক্ষ হইয়া উঠিল তখনো কিন্তু তাঁর খেলার উৎসাহ একটুও কমে নাই—যদিও খেলায় হারিতে তাঁর খুবই খারাপ লাগিত। তিনি একবার Bridge খেলা শিখিতে আরম্ভ করেন—কিন্তু এতগুলি গোলমেলে নিয়ম শিখিবার ধৈর্য্য তাঁর নাই, এই বলিয়া সে শিক্ষা ত্যাগ করেন।

বৃষ্টির দিন গুলি তিনি বড়ই উপভোগ করিতেন। একবার বার্ম্মদায় অবস্থান কালে তিন দিন তিন রাত্রি অবিশ্রান্ত বৃষ্টি চলিতেছিল। মার্কটোয়েনের তখনকার আনন্দ দেখে কে! বাড়ীর সকলে তাঁর ঘরে মজলিস্ জমাইয়া বসিতেন। আর তিনি কত সুন্দর সুন্দর গল্প বলিতেন। Suffragette প্রসঙ্গে তিনি বলিতেন, যত দেরীই হউক যত সময়ই লাগুক এই দাবী তাহারা লাভ করিবেই,—এবং তাঁহার বিশ্বাস অতি অল্প দিনের মধ্যেই ইহাদের দাবী গ্রাহ্য হইবে।

স্বর্গ এবং পরলোক সম্বন্ধে মার্কটোয়েনের মত ও বিশ্বাস তাঁহার চিহ্নিত, একটী পুস্তকের, নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে অনেকটা বুঝা যাইবে।—

"স্বর্গ এমন কোনও উজ্জ্বল স্থান যে, সেখানে সোনার রাস্তা ও মুক্তার প্রাচীর বিরাজিত এমন আশা মনে করিনা। বরং সে স্থান কোনও নির্জ্জন বনদেশ যেখানে

তৃণরাজি সবুজ এবং ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সারাটী দিন কুলু কুলু গীতে বহিয়া যায়। আমি স্বর্গকে এইরূপ ভাবে ভাবিয়াছি যে, যাহারা পরস্পর ভালবাসে সেখানে তারা মিলিত হইবে এবং বিচ্ছেদের ভাবনা তাহাদের থাকিবে না। (*)

একদিন সন্ধ্যাবেলা দুইটী ছেলে তাঁর সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিল। প্রথমে ছেলে দুটী তাঁহার সঙ্গে মন খুলিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছিল, তাই আলাপ ভাল রকম জমিতেছিল না। মার্কটোয়েন সহজ সুন্দর ও প্রশান্ত ভাবে গল্প বলিয়া অবিলম্বে তাহাদের সে সঙ্কোচ দূর করিলেন।—ইহাতে অনুপ্রাণিত হইয়া একটী ছেলে স্বাভাবিক ভাবে একটী গল্প বলিতে আরম্ভ করিল।

গল্পের অনেকটা বলা শেষ হইলে ছেলেটি মার্কটোয়েনের চোখে এমন একটী ভাব লক্ষ্য করিল যাহাতে তাহার মনে হইল তিনি গল্পটী জানেন। সে তাঁকে

(*) "I do not think of heaven as a glittering place with streets of gold & walls of pearl, but more like the quiet woods where the grass is green & the little brook sings all day. I have thought of heaven as a place where those who love shall be together, free from all thought of parting."

জিজ্ঞাসা করিল "তিনি কি গল্পটী আগে শুনেছেন ?" তিনি বলিলেন "না।" সে গল্প বলিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু আবার সেই অর্থপূর্ণ চোখের ভাবটী প্রকাশ পাওয়ায় সে পুনরায় সেই প্রশ্ন করিল—কিন্তু উত্তর সেই একই "না"। পরে গল্প বলা শেষ হইলে সে আবার জিজ্ঞাসা করিল—"সত্যই কি মার্কটোয়েন গল্পটী আগে শুনেন্ নাই ?" এবার মার্ক প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া স্বীকার করিলেন, গল্পটী তাঁর নিজেরই রচনা। ছেলেটী বলিল—"তবে যে দু'বার বলিলেন, শোনেন্‌নি ?"

"তুমি ত মাত্র দুবার জিজ্ঞাসা করেছ,—তা বিনয়ের খাতিরে দুবার নির্ব্বিঘ্নে মিথ্যা উত্তর দেওয়া যায়। কিন্তু তৃতীয়বার যখন জিজ্ঞাসা করলে তখন সত্য কথা বল্‌তেই হ'ল।"—

শ্রোতারা এই ঘটনার পর হইতে সাবধান হইয়াছিলেন।—কোনও বিষয়ে তিনি কাহাকেও অপ্রস্তুত করিতে চাহেন এরূপ সন্দেহ হইলে সকলেই তাঁকে তিনবার প্রশ্ন করিতেন।

একদিন রবিবার একটী টেলিগ্রাম আসিল এই:

"To,—Mark Twain
Hamilton, Barmuda."

"The clowns of Barnum & Bailey's circus, recognising you as the worlds greatest laugh-maker, will consider it an honour if you will be their guest at Madison Sq. Garden, Sunday afternoon, April 3rd, at two. Will yon please answer collect—Barnum & Bailey.

("A reply of fifty words has been prepaid on this message.")

তিনি পড়িয়া খুব হাসিলেন, তার পর আমাদের পড়িতে দিলেন।—বলিলেন "এখনি আমায় উত্তর দিতে হবে, তাদের উৎকণ্ঠায় রাখ্‌ব না।" উত্তর লিখিলেন ঃ

"I am very, very sorry, but all last weeks dates are full. I will come week before last, if that will answer.—Mark Twainr." "Twenty five collect."

প্রেসিডেণ্ট উইড্রো উইলসন্‌ তাঁহার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। মার্কটোয়েন তাঁহাকে খুব প্রশংসা করিতেন আর বলিতেন—তাঁর সম্মুখে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। Mr. Wilson সে সময় প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি ছিলেন।

তখন ক্রিকেট খেলার সময়। সকলেরই মুখে ও চিন্তায় ক্রিকেট খেলার কথা। মার্কটোয়েন তখনও ভাল করিয়া এ খেলা বুঝিতেন না; তবু বলিতেন—"যখন সমস্ত জাতটা এ খেলায় মেতে গেছে তখন নিশ্চয়ই এ ভাল খেলা হবে।"

ক্রমে এমনি হইল যে তিনিও ক্রিকেট খেলার একজন

দৈনিক ও মনোযোগী দর্শক হইয়া পড়িলেন। প্রথম দিন খেলা দেখার পর তিনি স্থির করিলেন, দর্শকদের ভদ্রতা রক্ষা-কল্পে নিম্নলিখিত নিয়ম গুলি প্রতিপালন করা আবশ্যক।

"নির্ব্বোধ দর্শকের পক্ষে তাহার বুদ্ধিমান্ পার্শ্ববর্ত্তীকে ক্রমাগতই খেলার সম্বন্ধে প্রশ্ন করা ভাল নয়।

"জিজ্ঞাসা করিতে হইলেও ২।১ মিনিট পর পর প্রশ্ন করা উচিত। না হইলে পার্শ্ববর্ত্তী বিরক্ত হইয়া যাওয়ার কথা।"

সাধারণতঃ যেরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় ও যেরূপ উত্তর দেওয়া হয় তাহা নিম্নলিখিত রূপ। খুব ভালরূপে এগুলি পড়িয়া দেখিয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত।

নির্ব্বোধ দর্শক। "ওখানে ওই জিনিসগুলি কি?"

বুদ্ধিমান পার্শ্ববর্ত্তী। "উইকেট্।"

নিঃ। "ওগুলি কিসের জন্য?"

বুঃ। "পরিশ্রান্ত হইলে এর উপর বসিবার জন্য।"

উপরে যাহা লিখিলাম তাহা তাঁর শেষবয়সের কথা। এই ঘটনাগুলির অতি অল্প দিন পরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

হাস্যরসিক মার্কটোয়েন লণ্ডনের সুপ্রসিদ্ধ "Savage club" এর একজন আজীবন-সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। একখানি পুস্তকের উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি ইংলণ্ড গমন করেন। সম্পূর্ণ অপ্রকাশ্যভাবে

কাহারও নিকট আত্মপরিচয় না দিয়া ইংলণ্ড ভ্রমণ করিয়া আসিবেন এইরূপ তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ট্রেনে ডোভার হইতে লণ্ডন গমন কালে ইংলণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীতে তিনি মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাহিরের সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে করিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি একজন সহযাত্রীর উপর পতিত হইল। তিনি দেখিলেন কামড়ার অন্যপ্রান্তে উপবিষ্ট একটী ভদ্রলোক আশ্চর্য্য মনোযোগের সহিত একখানি পুস্তক অধ্যয়ন করিতেছেন —চক্ষে তাঁহার পলক পড়িতেছে না। এই ব্যক্তির এরূপ অসাধারণ মনোযোগ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। সে কিরূপ বই যাহা মানুষকে এরূপ বাহ্যজ্ঞানশূন্য এরূপ অভিনিবিশিষ্ট করিতে পারে, জানিবার তাঁহার বড়ই কৌতুহল হইল। দুর্দ্দমনীয় এই কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য তিনি চুপি চুপি সেই ব্যক্তির পশ্চাতে গমন করিলেন এবং দেখিলেন লোকটী তাঁহারই রচিত "Innocents abroad" পড়িতেছেন। ভদ্রলোকটী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পাঠ করিতেছিলেন সত্য কিন্তু তিনি পুস্তকখানি উপভোগ করিতেছেন—এরূপ কোনো লক্ষণই তাঁহার মুখভাবে প্রকাশ পাইতেছিল না।—আশ্চর্য্য গাম্ভীর্য্য, হাসির ক্ষীণ রেখাটী পর্য্যন্ত তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিতেছিল না—দেখিয়া মার্ক মনে মনে বড় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। লোকটী পুস্তক হইতে

মুহূর্ত্তের জন্য চোখ না তুলিয়া পাতার পর পাতা উল্টাইয়া যাইতেছেন, বাহ্যজ্ঞান তাঁহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, অথচ রচনার কৌতুক তিনি বিন্দুমাত্র উপভোগ করিতেছেন—এরূপ বোধ হইল না। তাই মার্কটোয়েন বড়ই বিস্মিত হইলেন, মনে মনে ক্ষুব্ধও হইলেন বাহিরের সৌন্দর্য্য আর তাঁহাকে আকৃষ্ট করিতে পারিতেছিল না—তিনি কেবলই এই আশ্চর্য্য পাঠকের পাতা উল্টান দেখিতেছিলেন এবং তাঁহার মুখভাবের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় কিনা লক্ষ্য করিবার জন্য আর তিনি সে ব্যক্তি হইতে চোখ ফিরাইতে পারিতেছিলেন না। লোকটী পুস্তকের ১ম খণ্ড সমাপ্ত করিয়া—'বেগ' হইতে দ্বিতীয় খণ্ডটী বাহির করিলেন এবং তেমনি মনোযোগের সহিত তেমনি নির্ব্বিকার চিত্তে—পাতা উল্টাইয়া চলিলেন। মার্ক মনে মনে পুড়িয়া মরিতে লাগিলেন।

এই ঘটনাটির বিষয় মার্কটোয়েন নিজেই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অন্য একবার পারিবারিক বিশৃঙ্খলার উৎপাতে মার্কটোয়েন কাহাকেও কিছু না বলিয়া গুপ্ত ভাবে আমেরিকা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার একজন বন্ধু মার্ক কোথায় আছেন—এ বিষয় অবগত হইবার সকল চেষ্টায় বিফলমনোরথ হইয়া অবশেষে মার্কটোয়েনের নামে একখানি পত্র লিখিয়া ঠিকানা দিলেন এইরূপ ঃ

"Mark Twain
"God knows where
"Try London."

মার্ক তখন লণ্ডনেই অবস্থিতি করিতেছিলেন এবং সে সময় সেখানে অত্যন্ত লোকপ্রিয় এবং সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাই এই অদ্ভুত ঠিকনার চিঠিখানাও তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল।

মানসিক অশান্তির জন্য, পুনঃপুনঃ অনুরুদ্ধ হইয়াও তিনি "Savage club"এ যোগদান করিতেছিলেন না। অবশেষে অনুরোধ তাঁহাকে রক্ষা করিতেও হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, "সভ্য সমাজে মিশিবার আমার অবস্থা নয় কিন্তু হয়তো বর্ব্বর সমাজে (Savage club) মিশিয়া আমি আনন্দ পাইব।"

"I do not feel fit to civilisation—but may feel more at home among Savages."

এই সময় মিঃ মেক্‌এলিষ্টার Savage clubএর সভাপতি ছিলেন। তাঁহার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া মার্ক ক্লাবে যোগদান করিলেন। কিন্তু কথা রহিল—তিনি কিছু বলিবেন না। ক্লাবে, মেক্‌এলিষ্টার সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া, কৌশলে মার্ককে সঙ্কল্প-বিচ্যুত করিবার উদ্দেশ্যে, বলিলেন "তিনি নিশ্চিতরূপ জানিতে পারিয়াছেন মার্কটোয়েন হাস্যরসিক বলিয়া কোনো

দাবী করিতে পারেন না। তিনি কৌতুক উৎপাদন করিতে চেষ্টা করেন সত্য কিন্তু সে চেষ্টা সর্ব্বদাই ব্যর্থ হয়। হিসাব রাখা এবং সংখ্যা গণনা করা তাঁহার প্রধান কাজ তবে একজন দার্শনিক বলিয়াও তিনি কতকটা প্রশংসা দাবী করিতে পারেন।"

বক্তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ সফল হইল। মার্কটোয়েনের সঙ্কল্প ব্যর্থ হইল। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বক্তৃতার জন্য উঠিয়া পড়িলেন এবং অতি অপূর্ব্ব ভাবে মেক্‌এলিষ্টারকে আক্রমণ করিয়া যে হাস্যরসের অবতারণা করিলেন তাহাতে সকলেই বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। "হাঁ, তিনি হিসাব রাখা ভাল রকমই জানেন, আর সংখ্যা গণনায়ও তাঁহার ক্ষমতা আছে। মেক্‌এলিষ্টারের বক্তৃতায় মোট৩৪৩৯টী শব্দ ছিল তাহা তিনি গুনিয়াছেন এবং তাহার মধ্যে ৩৪৩৯টী মিথ্যা শব্দ ছিল তাহারও হিসাব রাখিয়াছেন।" অতঃপর তিনি অন্যান্য বিষয়ের অবতারণা করিয়া প্রসঙ্গক্রমে বড় লোকদের ভাগ্য সম্বন্ধে বলিলেন 'বড় বড় লেখকের শীঘ্র শীঘ্র পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিবার এক আশ্চর্য্য সামঞ্জস্য দেখা যায়। চছার মৃত, স্পেন্সর পরলোকে, মিল্টন এবং সেক্সপিয়ারও স্বর্গে, আর আমি মার্কটোয়েন—আমার শরীরও তেমন সুস্থ বোধ হইতেছে না।'

এমন ভাবে কথা কয়টী বলিয়াছিলেন এবং এমনই

তাহা সকলের উপভোগ্য হইয়াছিল যে ছাপায় তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা বৃথা। ইহার পর সেই দিনই সকল সভ্যের সম্মতিক্রমে তাঁহাকে Savage clubএর আজীবন সভ্য মনোনীত করা হইল।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ৭ই জুলাইর অধিবেশনে মার্কটোয়েন সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষ কারণে এই অধিবেশন দিবসে অধিকাংশ সভ্যের অনুপস্থিতি আশঙ্কা করিয়া পরিচালকবর্গ ভাবিলেন এমন একজন সভাপতি স্থির করা হউক যাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া অনেককেই উপস্থিত হইতে হয়। এক ব্যক্তি প্রস্তাব করিলেন মার্কটোয়েনকে সভাপতি করা হউক। অবিলম্বে সর্ব্বসম্মতিক্রমে মার্কের নিকট টেলিফোঁ করা হইল—তিনিও সম্মতি প্রদান করিলেন। তৎক্ষণাৎ এই সংবাদ সমস্ত লণ্ডন সহরে প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং ৭ই জুলাইয়ের অধিবেশনটী খুবই জমকালো রকম হইয়াছিল।

মার্কটোয়েনের স্বভাব অতিশয় মধুময় ছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব চরিত্রগুণেই তিনি এত লোকপ্রিয় হইতে পারিয়াছিলেন।

ভিনাস-চিত্র

প্রথম অঙ্ক

[দৃশ্য—শিল্পীর দোকান]

জর্জ্জ ও জর্জ্জের বাল্যবন্ধু জন।

"সংসারে আমার মত দুর্ভাগ্য কেউ নাই, জন।"

"তুমি আস্ত পাগল!"

"মেরির পিতা আমার সঙ্গে মেরির বিবাহ দেবেন না কারণ আমি একজন সামান্য শিল্পী আমার অর্থ নাই! আমার আর কেউ নাই। আছে শুধু অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্নের ফল এই নারীমূর্ত্তিটী। কিন্তু কই, এই শীতল মর্ম্মর মূর্ত্তির মুখে তো এতটুকু সহানুভূতির চিহ্ন দেখি না!—এত সুন্দর কিন্তু কি নির্দ্দয়!"

"আবার তুমি এই রকম বকতে আরম্ভ করলে!"

"ও, জন।"

"শোন জর্জ্জ, স্থির হয়ে শোন। তুমিই বল্‌ছিলে, মেরির পিতা ছ'মাস তোমার জন্য অপেক্ষা করবেন। এই ছ'মাস সময় ত তোমার হাতে আছে। এর মধ্যে কেন তুমি টাকা উপার্জ্জন করে নাওনা।"

"ঠাট্টা করোনা জন। ছ'মাস ত দূরের কথা, ছ' শতাব্দী ধরেও যদি চেষ্টা করি তবু তাঁর আকাঙ্খিত অর্থ উপার্জ্জন করা আমার সাধ্যে কুলাবে না। সহায়হীন,

যশহীন, অর্থহীন এ সংসারে আমার মত আর কে আছে, জন!"

"মূর্খ, ভীরু, কাপুরুষ, তুমি জর্জ্জ। ছ' ছ' মাস সময় পড়ে আছে—এর মধ্যে টাকা সংগ্রহ করতে পারবে না! এ সময় কি যথেষ্ট নয়?"

"কি তুমি বলছ, জন?"

"আমি বলছি—ছ'মাস প্রচুর সময়। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে থাক—আমি তোমায় টাকা পাইয়ে দেব।"

"এ কি বোল্‌ছ; কি এমন উপায় আছে, যে এত অসংখ্য অর্থ তুমি আমায় পাইয়ে দেবে?"

"বিশ্বাস কর আমায়। কিন্তু আমার একটা অনুরোধ তোমায় রাখ্‌তে হবে।—এর ভার আমার উপর দিয়ে উচ্চবাচ্য না কোরে তোমায় ধৈর্য্য ধরে থাকৃতে হবে। আমার ইচ্ছা মত আমি কাজ কর্ব্ব—তাতে তুমি এতটুকু প্রতিবাদ কর্ত্তে পাবে না—আমার দোষ দেখ্‌লেও না—কেমন? শপথ করতে পার?"

"আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। যা' হোক আমি তোমার কথা মত শপথ কল্লুম।"

জন একটা হাতুড়ি লইয়া জর্জ্জের সেই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল, মর্ম্মর মূর্ত্তিটার নাকটা 'থুতড়িয়া' দিল। হাতের দুইটা অঙ্গুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। এক আঘাতে দক্ষিণ হস্তের কিয়দংশ খসিয়া পড়িল; আর এক

আঘাতে বাঁ পা খানা হাঁটুর নীচ হইতে একেবারে বিযুক্ত হইল। মূর্ত্তিটার ধ্বংসের কিছুমাত্র বাকী রহিল না।

জন টুপী লইয়া চলিয়া গেল।

অঙ্গীকারাবদ্ধ জর্জ্জ নিস্পন্দভাবে, বিস্ফারিত নেত্রে এই ধ্বংস দেখিতেছিল।—এখন মাথায় হাত দিয়া সে বসিয়া পড়িল।

জন শীঘ্রই একটা গাড়ী লইয়া ফিরিয়া আসিল এবং সেই ভগ্নপ্রাণ শিল্পী ও ভগ্নদেহ মূর্ত্তিটীকে গাড়ীতে উঠাইয়া—নিশ্চিন্ত মনে শিস্ দিতে দিতে চলিল। জর্জ্জকে তাহার বাসায় রাখিয়া—মূর্ত্তিটী লইয়া সে কোথায় গেল কেহ জানিল না।

দ্বিতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য—জর্জ্জের দোকান]

জর্জ্জ একাকী

“আজ ছটা বাজলে, সেই ছ'মাস পূর্ণ হবে। এই আমার শোচনীয় পরিণাম! কল্পনায় যে সুখের অট্টালিকা স্থাপন করেছিলাম—আজ কয়েক ঘণ্টার ভিতর তা চিরদিনের জন্য চূর্ণ হবে। হায়! মৃত্যু কেন আমার সকল জ্বালা হরণ করে না? রাত্রি হতে আহার নেই নিদ্রা নেই! আর আহার নিদ্রা—হাতে একটী পয়সাও নেই! আজ আমার জুতোওয়ালাও আমাকে

এতটুকু খাতির করে না। আমার দর্জ্জী আজ একটী পোষাকও ধারে দিতে চায় না, বাড়ীওয়ালা প্রতিদিন চোখ্ রাঙায়। ঋণে আমি চারিদিক্ আঁধার দেখ্ছি। আর জন্, সেতো একেবারে নিরুদ্দেশ। সেদিনের সেই কাণ্ডের পর আর তাকে দেখ্তে পাই না। মেরি, পথে দেখা হলে, মৃদু মৃদু হাসে; চোখ দুটী তার করুণ সহানুভূতি জানায়। কিন্তু তার পিতার শাসন তাকে তেমনি দূরে রেখেছে। আঃ কে আবার বিরক্ত করতে এল। কি আপদ্! কে!”

“হুজুরের সৌভাগ্যের কথাই চারিদিকে! পরমেশ্বর আপনার সৌভাগ্য শতগুণ বর্দ্ধিত করুন। প্রভুর জন্য এই নূতন জুতো জোড়া নিয়ে এলাম। মূল্যের জন্য ভাববেন না। কোন তাড়া নেই। যখন হয় দেবেন। যদি আপনি এ ভৃত্যকে পূর্ব্ব মত অনুগ্রহ করেন, যা যখন দরকার হয় তার জন্য আমাকেই আদেশ করেন—তবে কৃতার্থ হই। নমস্কার। আসি হুজুর!”

“নিজেই জুতো নিয়ে হাজির। দামও চাচ্ছে না এখন! আমি খরিদ্দার থাকি—এই তার আন্তরিক ইচ্ছা! মাথা নুইয়ে চলে গেল, যেন কোন ধনকুবেরের কাছে এসেছিল! কি এ সব! সমস্তই যেন—কে!”

“মহাত্মন্, অসময়ে এসে অন্যায় করেছি,—আপনার জন্য এই নূতন ‘সুট’ তৈরি করে”—

"কে !"

"এ সময় এসে আপনাকে বিরক্ত কর্ত্তে হল, ক্ষমা কর্ব্বেন। আপনার জন্যে উপরে দুইটী সুন্দর ঘর সাজিয়ে এলাম। এ অন্ধকার ঘরটা আপনার ন্যায় লোকের পক্ষে"—

"কে !!"

"আমাদের বেঙ্কে যে আপনার দেনা ছিল তা' কড়ায় গণ্ডায় বুঝে পেয়েছি। আমি বল্‌তে এলাম যদি কখনও আবশ্যক হয়"—

"কে !!"

"স্নেহাস্পদ, মেরি তোমারই ! এখুনি সে এখানে এসে উপস্থিত হবে। আমার ইচ্ছা তাকে গ্রহণ কর, বিবাহ কর। তাকে ভালোবেসো, সুখে রেখো। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল"—

"কে !!"

"জন, প্রিয়তম, আজ আমরা কত সুখী !"

"মেরি প্রাণাধিকে, তুমি ?—আঃ ! !"

তৃতীয় অঙ্ক

[দৃশ্য—রোমের রাজপথ]

কয়েকজন মার্কিন ভদ্রলোক

একব্যক্তি সংবাদপত্র লইয়া পাঠ করিতেছিলেন :

"আশ্চর্য্য আবিষ্কার—প্রায় ছয়মাস গত হইল জনৈক মার্কিন ভদ্রলোক, জন স্মিথ, নাম মাত্র মূল্যে সিপিও পরিবারের সমাধি শয্যার সন্নিকটবর্ত্তী একখণ্ড ভূমি ক্রয় করেন। তিনি পূর্ব্বে জর্জ্জ আর্নল্ড নামক তাঁহার জনৈক দরিদ্র শিল্পী বন্ধুর কোনও ক্ষতি করিয়াছিলেন, তাহারই পূরণ কল্পে ঐ ভূমিটী তিনি জর্জ্জকে দান করেন। অধিকন্তু নিজ ব্যয়ে তাঁহার বন্ধুর জন্য এই ভূমিটীর কর্ষণ আরম্ভ করান। কিছু দিন হইল ঐ ভূমিতে একটি উচ্চস্থান খনন করিতে করিতে, তিনি তথায় একটী মর্ম্মর মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। উহার অত্যাশ্চর্য্য শিল্পকৌশল এবং কারুকার্য্য প্রাচীন রোমীয় কলাবিদ্যার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। একটী অতি সুন্দর নারীমূর্ত্তি এবং যদিও কালের প্রভাবে উহার নানাস্থানে নানাপ্রকার ক্ষতি সংসাধিত হইয়াছে, যদিও ইহার হাতের কয়েকটী অঙ্গুলি ভাঙ্গা, ডান হাতটী ও বাঁ পাটী একেবাঁরেই নাই তবু ইহা রোমীয় শিল্পের গৌরবময় নিদর্শন।

"গবর্ণমেণ্ট এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া, অবিলম্বে মূর্ত্তিটী হস্তগত করিয়াছেন, এবং ইহার সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও ইহার মূল্যনিরূপণ নিমিত্ত, একটী কমিশন বসিয়াছে। ইঁহাদের পরামর্শ এতদিন গোপনে চলিয়াছিল। গতকল্য জানা গিয়াছে তাঁহারা বলিয়াছেন ইহা ভিনাসের পরি-

কল্পনা! খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর কোনও অজ্ঞাতনামা অত্যাশ্চর্য্য প্রতিভাশালী শিল্পীর নির্ম্মিত। পৃথিবীতে কলাবিদ্যার এরূপ নির্দ্দোষ, সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নিদর্শন আর পাওয়া যায় নাই। কমিশন ইহার মূল্য দশকোটী স্বর্ণমুদ্রা ধার্য্য করিয়াছেন। রোমীয় আইন মত এইরূপ ভাবে প্রাপ্ত মূর্ত্তির অর্দ্ধেকের মালিক গবর্ণমেণ্ট, অপরার্দ্ধ ভূস্বামীর প্রাপ্য। সুতরাং ভূমির বর্ত্তমান মালিক—পাঁচকোটী স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিয়া গবর্ণমেণ্টকে মূর্ত্তিটীর অর্দ্ধেক স্বত্ব ছাড়িয়া দিতে পারেন। অদ্য জর্জ্জ আর্নল্ডকে সেই অতুলধন দান করা হইবে।"

শুনিয়া সকলেই বলিলেন—"জোর কপাল বটে! জোর কপাল!"

চতুর্থ অঙ্ক

[দৃশ্য—ভিনাসের প্রতিমূর্ত্তি]

সম্মুখে জর্জ্জ ও মেরী

"মেরি, প্রিয়তমে, এই সেই জগদ্বিখ্যাত ভিনাসের প্রতিমূর্ত্তি। সৌন্দর্য্যে, কারুকার্য্যে, শিল্পনৈপুণ্যে এমন মূর্ত্তি পৃথিবীতে দুইটি নাই। ইহার দেহের যে সকল অংশ ভেঙে গিয়েছিল রোমের প্রসিদ্ধ শিল্পীগণ তা জুড়ে দিয়েছেন এবং এই সামান্য কাজটুকু করেই তাঁদের নাম জগতে ধন্য হয়ে গেল। এই সেই স্থান—দশবৎসর

পূর্ব্বে যখন এখানে এসেছি তখন আমার এরূপ অর্থ এরূপ প্রতিপত্তি ছিল না। যার জন্য আজ রোম জগদ্বিখ্যাত—এই সেই মূর্ত্তি। আর এরই জন্য তখন আমাকে দিনরাত প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছিল!"

"এই সেই ভিনাস্! কি অপরূপ সৌন্দর্য্য! কত মূল্যবান!"—

"হাঁ, এখন এটা মূল্যবান কিন্তু পূর্ব্বে তা ছিল না। এখন এর সৌন্দর্য্যে জগৎ স্তম্ভিত পূর্ব্বে তো কেউ এর এতটুকু প্রশংসা করে নি। এর সৌন্দর্য্য ও মূল্যের কারণ সেই জন। জন যদি এর নানা স্থান ভেঙ্গে না ফেল্‌ত তবে কে আজ এর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হ'ত। জন আশ্চর্য্য প্রতিভাশালী—তার উপকার এ জীবনে আমি ভুলতে পারব না। এ ছুটীতে তাকে আসতে লিখেছি।—এঃ, ছেলেটার কাশি হয়েছে যে—মেরি, এ জীবনে কি তুমি এদের যত্ন করতে শিখবে না!"

অপ্রস্তুত

আমি ও বন্ধুবর হ্যারিস্ তখন সুইজারল্যাণ্ডে। গ্রীষ্মে যাঁহারা সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণে আসেন তাঁহাদের অর্দ্ধেকই ইংরেজ—বাকীর মধ্যে বেশীর ভাগই জর্ম্মান ও আমেরিকান।—

হোটেলে টেবিলের চারিদিকে ঘিরিয়া যখন নানা প্রকার পোষাক পরিধান করিয়া নানাদেশীয় লোক আহারে বসিতেন, আমি ও হ্যারিস্ তখন অনুমানে স্থির করিতে চেষ্টা করিতাম তাহাদের মধ্যে কে কোন জাতি, কাহার কি নাম,—বয়স কত, ইত্যাদি। অনেক ব্যক্তির জাতি কি তাহা সময় সময় স্থির করিতে পারিলেও—নাম ঠিক করাটা বড় সহজ হইত না। একদিন আমিও হ্যারিস্ নিম্নলিখিত রূপ আলোচনা করিতেছিলাম—

আমি। ওঁরা দেখিতেছি আমেরিকান।

হ্যারিস্। তা যেন স্বীকার করা গেল।' কিন্তু তাঁরা আমেরিকার কোন্ ষ্টেটের তা যদি বলতে পার তবে ত বুঝি।

আমি একটা ষ্টেটের নাম করিলাম—হ্যারিস্ বলিল অন্য একটা। কিছুতেই মীমাংসা হয় না। তবে একটা বিষয়ে আমরা উভয়েই একমত হইলাম।—ওঁদের সঙ্গের যুবতীটী অপরূপ সুন্দরী, এবং তাহার পোষাক সুরুচির

পরিচায়ক।—কিন্তু সুন্দরীর বয়স লইয়া আমাদের মধ্যে পুনরায় অনৈক্য হইল। আমি বলিলাম যুবতীর বয়স ষোল পার হয় নাই,—হ্যারিস্ বলিল বিশের কম হইতেই পারে না। কিছুক্ষণ কলহের পর আমি গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিলাম—“আচ্ছা, এ বিষয়ে মীমাংসার একটী উপায় আছে। আমি যাই উহাকেই জিজ্ঞাসা করে আসি।”

হ্যারিস্ বিদ্রুপের ভান করিয়া বলিল—“অবশ্য; সেই ত ঠিক কথা। যাওনা—জিজ্ঞাসা করে এস। বলো, আমি আমেরিকা হতে এসেছি। তা’হলেই তোমার সঙ্গে যেচে আলাপ কর্‌বে এখন। কোন চিন্তা নেই।”

আমি বলিলাম—“আমি একটা কথার কথা বলছিলাম মাত্র; যাবই যে তা ভেবে কথাটা বলিনি। কিন্তু তুমি দেখ্‌ছি জাননা, আমি মোটেই ভীরু প্রকৃতির লোক নই। কোনও স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ করতে আমার একটুও ভয় হয় না! এই যাই আমি।”

কথা আরম্ভ করিবার একটা সহজ উপায়ও মনে মনে স্থির করিলাম। আমি গিয়া রমণীকে বেশ ভদ্রতার সহিত সম্বোধন করিয়া বলিব—তিনি আমার পরিচিতা মনে করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে আসিয়া যদি ভুল করিয়া থাকি—তবে যেন ক্ষমা করেন। মনে মনে

এইরূপ স্থির করিয়া রমণীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইলাম। তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট ভদ্রলোকটীকে নমস্কার জানাইয়া, যুবতীর দিকে ফিরিয়া কথা আরম্ভ করিব এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন—

"আমি জান্‌তাম আমার ভুল হয়নি। জন্‌কে আমি আগেই বলেছিলাম তোমাকে দেখিয়ে, যে এ তুমি ছাড়া অন্য কেউ নয়। জন্‌ বলল—বোধ হয় তুমি নও। কিন্তু আমাদের কখনও ভুল হয় না—বিশেষতঃ তোমাকে। আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয় তুমিও আমায় চিন্‌তে পেরে আমার কাছে আস্‌বে। বোস বোস, কি আশ্চর্য্য তোমাকে যে এখানে দেখ্‌তে পাব—তা আমি ভাবতেই পারিনি।"

আমি ত অবাক্‌। কিছুক্ষণের জন্য আমার বুদ্ধি শুদ্ধি লোপ পাইল। যাহা হউক—আমরা তখন বেশ পরিচিতভাবে পরস্পরের হাত চাপিয়া ধরিলাম এবং অনুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু সত্য বলিতে কি, আমি মনে মনে বড়ই অস্বচ্ছন্দতা বোধ করিতেছিলাম। অস্পষ্ট ভাবে মনে হইল কোথায় যেন রমণীকে দেখিয়াছি—কিন্তু কোথায় দেখিয়াছিলাম, এবং তাঁর নামই বা কি তাহা কিছুতেই মনে করিতে পারিলাম না। আমি ভাবিলাম সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য

লইয়া রমণীর সঙ্গে আলাপ সুরু করি। নতুবা অন্য প্রকার প্রসঙ্গে যদি বাহির হইয়া পড়ে—যে আমি তাঁকে চিনিতে পারি নাই শুধু চিনিবার ভান করিতেছি মাত্র তবে বড়ই লজ্জায় পড়িব। কিন্তু আমার ভাবা মাত্রই সার। যুবতী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন—"কি ভীষণই ছিল সেই রাত্রিটা ভাই। যেদিন আমাদের চোখের সামনে নৌকাগুলি একটী একটী করিয়া ঢেউয়ের জলে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল?—তোমার সে রাত্রির কথা মনে আছে ত?"

আমি বলিলাম "বল কি, মনে নাই?" যদিও এর বিন্দু বিসর্গও বুঝিতে পারিলাম না।

"আর মেরির কান্না? ভয় পেয়ে কি কান্নাটাই না সুরু করলে সে।"

আমি বলিলাম "হাঁ, বেশ মনে আছে।"

হায়! কোন কথাই ত মনে আসিল না। আমি যে তাঁকে চিনিতে পারি নাই প্রথমেই সে কথা খুলিয়া বলিলে বুদ্ধিমানের কাজ হইত। তাহা হইলে এরূপ বিপদে পড়িতাম না। কিন্তু এত কথার পর কি করিয়াই বা এখন বলি যে, তাঁকে আমি চিনিতে পারি নাই! ফল হইল এই, আমি ক্রমেই গভীর ভাবে, এই অজ্ঞাত অভিনয়ের জালে আটকাইয়া যাইতে লাগিলাম। কোনও প্রকারে আলাপের স্রোত অন্যমুখী হউক এই কথাই

আমি প্রতিমুহূর্ত্তে প্রার্থনা করিতেছিলাম—কিন্তু আমার এমনই অদৃষ্ট—রমণী ক্রমেই জাল প্রসারিত করিয়া ধরিতেছিলেন।

"তুমি কি শোন নি, শেষে জর্জ্জের সঙ্গেই মেরির বিয়ে হয়েছে ?"

"না, তাত শুনিনি। জর্জ্জই তাঁকে বিয়ে করলে নাকি ?"

"হাঁ, সে-ই বিয়ে করেছে। সে বলে, তাতে মেরির পিতার যত দোষ, মেরির বা তার তেমন কিছুই দোষ ছিল না। আমার মনে হয় জর্জ্জের কথাই ঠিক। তোমারও কি তাই মনে হয় না ?

"নিশ্চয় ! জর্জ্জ যা বলেছে তাই ঠিক। আমি ত আগাগোড়াই একথা বলে আস্‌ছি।"

"কই, তুমি ত এতদিন তা স্বীকার কর নি ? অন্ততঃ গত গ্রীষ্মে ত তোমার অন্যরূপ মত ছিল।"

"ও, না না। তুমি ঠিকই বলেছ। আমার ধারণা আগে অন্যরূপই ছিল। কিন্তু গত শীতকালে আমি আমার পূর্ব্বের ভুল বুঝতে পেরেছি।"

"যাক্। বাস্তবিক ঘটনা এমনি ঘুরে দাঁড়াল যে মেরির যে কোনও দোষ নেই তা স্পষ্ট ভাবেই বেরিয়ে পড়লো। সমস্ত দোষই তার পিতার। অন্ততঃ তার পিতার ও বুড়ো ডার্লির।"

"আমি বরাবরই ডার্লিকে একটা ভয়ানক জিনিস্ জেনে আস্‌ছি।" এ সম্বন্ধে একটা কিছু ত বলা চাই ?

"তাই সে ছিল। ওদের সকলেই কিন্তু ওটাকে খুব স্নেহ করতো। তোমার হয় ত মনে আছে ওর স্ক্যাকামর কথা ? যখনই একটু শীত পড়ত ও অমনিই এসে একেবারে মেরিদের বসবার ঘরে গিয়ে ঢুকতো !"

বেশী দূর অগ্রসর হইতে আমার রীতিমত ভয় হইতেছিল। ডার্লি তা'হলে কোন মানুষের নাম নয়। অন্য কোন প্রাণীর ! হয় ত একটা কুকুর, বা হাতিও হতে পারে। যা'হউক সকল জন্তুরই ত লেজ আছে, এই ভাবিয়া আমি বলিলাম—

"কি লেজটাই না ছিল ওর !"

"একটা ? তার শত শত লেজ ছিল বল !"

আমি ত অবাক। বুঝিতেই পারিলাম না এর পর কি বলা সঙ্গত হইবে। তাই কেবল বলিলাম—"সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?"

"কি বিশ্রীই ছিল, এই নিগ্রোটার স্বভাব। এত দুর্গুণের আধার যে তার শ দু'শ লেজ ছিল বল্‌তে হবে বই কি।"

অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হইয়া দাঁড়াইতেছিল। আমি কায়মনে প্রার্থনা করিতেছিলাম, আমার এই বিপদ হইতে রক্ষার একটা উপায় হউক। রমণী কি তাহার

মন্তব্যের উত্তরে আমার নিকট হইতে কোনও বাক্য প্রত্যাশা করিতেছেন? যদি তাই হয় তবে আমাদের রহস্য অভিনয়ের এই খানেই যবনিকা পতন হইবে। শত শত লাঙ্গুলধারী নিগ্রোর বিষয় আলোচনা সোজা কথা নয়। নিগ্রোদের বিষয় ভালরূপ জ্ঞান না থাকিলে তাদের নিয়ে সমালোচনা করা কোনও ভদ্র লোকেরই কর্ম্ম নয়। আগপাছ না ভাবিয়া এ বিষয় কিছু বলিয়া ফেলিলে তার—

সৌভাগ্য ক্রমে আমার চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া রমণী বলিলেন—"নিগ্রোটার থাক্‌বার ঘরটা বেশ ভালই ছিল এক রকম। কিন্তু তার এমনি স্বভাব খারাপ ছিল যে, দিনটা একটু মেঘাচ্ছন্ন হলেই অমনি সে তার ঘর ছেড়ে একেবারে মেরিদের সামনে এসে উপস্থিত হতো। কিছুতেই তাকে আটকিয়ে রাখা যেত না। কিন্তু তাঁরা সকলেই ওর এরূপ অত্যাচার সহ্য করতেন। তার কারণ একবার ডার্লি মেরির জীবন রক্ষা করেছিল"? টমের কথা মনে আছে তোমার?"

"হাঁ বেশ মনে আছে। বেশ স্বভাবটা ছিল তার।

"বেশ ভাল লোকই ছিল। আর কি সুন্দর হয়েছিল তার ছেলেটা।"

"তা তুমি বেশই বল্‌তে পার। এর চেয়ে সুন্দর শিশু আমি কখনও দেখিনি।"

"শিশুটীকে কোলে নিয়ে আদর করতে, নাচাতে আমার এমন আমোদ বোধ হত।"

"আমিও তাকে খুব ভালবাসতাম।"

"তুমিই তো তার নামাকরণ করেছিলে? কি নামটা রেখেছিলে?"

আমার বোধ হইতে লাগিল যেন জমাট বরফ ক্রমেই তরল হইয়া আসিতেছে। শিশুটী ছেলে না মেয়ে তা না জানিয়া কি করিয়া বা একটা কল্পিত নাম বলি। যাহা হউক সৌভাগ্য ক্রমে এমন একটা নাম মনে পড়িল যাহা ছেলে মেয়ে উভয়ের নামেই চলিতে পারে। তাই বলিলাম।

"আমি ওর নাম রেখেছিলাম. Frances."

"কোনও আত্মীয়ের নাম অনুসারে বোধ হয়। আচ্ছা, যে শিশুটী মরে গেছিল ওর নামও ত তুমিই রেখেছিলে? ওটীকে কিন্তু আমি দেখিনি। ওর কি নাম স্থির করেছিলে?"

এইরে! এখন কি বলা যায়। আমার বিদ্যায় উভয়-লিঙ্গে প্রযুজ্য নামের জ্ঞান ত আর নাই! যাহা হউক, ভাবিলাম যখন শিশুটী ইহলোকে আর নাই তখন একটা কোনও নাম ব্যবহার করিয়া দেখিতে পারি। বরাত-জোরে যদি বাঁচিয়াই যাই। এই ভাবিয়া বলিলাম—

"আমি সে ছেলেটীর নাম রেখেছিলাম থমাস হেনরি।"

রমণী মৃদুস্বরে বলিতে লাগিলেন "তাইত, তাই বা কি করে হয় !"

আমি স্তব্ধ ভাবে বসিয়া রহিলাম। কপাল বাহিয়া শীতল ঘাম ঝড়িতে লাগিল। কি ভয়ানক বিপদেই পড়েছি। তবুও যদি রমণী অন্য কোনও শিশুর নাম দাবী না করেন তবেই রক্ষা ! এর পর কোথায় যে আসিয়া বজ্র পড়িবে তাহাই ভাবিতেছিলাম। রমণী তখনও সেই শিশুটীর সম্বন্ধেই মনে মনে আলোচনা করিতেছিলেন। কিন্তু সে কথা না তুলিয়া তিনি বলিলেন—

"তুমি সে সময় সেখানে ছিলে না, না হলে তোমাকে দিয়েই আমার ছেলেরও নামাকরণ করাইতাম !"

"তোমার ছেলে ? সে কি ? তুমি কি বিবাহিত ?"

"সে তের বৎসরের কথা। এই যে ছেলেটি দেখছ ও আমারই সন্তান। আমার বয়সও ত কম হয় নি। যে দিনের কথা বললুম—সে দিনই আমার জন্মদিন ছিল, তখনই আমার বয়স উনিশ হয়েছিল।"

রমণীর বয়স কত তাত ইহাতে ঠিক বুঝা গেল না। কবে যে ঝড় হইয়াছিল তাহাই আমি জানিতাম না। একবার ভাবিলাম বলি "তুমি কিন্তু এতদিনে একটুও বদলাও নি।" কিন্তু কে জানে হয়ত বা অনেক বদলেছেন ! আবার ভাবিলাম বলি, "আগের চেয়ে অনেকটা

ভাল হয়েছ তুমি!" কিন্তু তাই বা নিঃসন্দেহে কি করিয়া বলা চলে। এইরূপ ভাবিতেছি এমন সময় রমণী বলিলেন,—

"সেই সব কথা মনে হলে কতই না আনন্দ হয়! আজ সেই পুরাণো দিনের প্রসঙ্গে কত সুখ পাওয়া গেল। কেমন সে সব কথা আলোচনা করতে বেশ আনন্দ হচ্ছে না ?"

আমি বলিলাম "আজ এই আধঘণ্টার আলাপ প্রসঙ্গে যত আনন্দ উপভোগ করেছি সারা জীবনে এমনটী করিনি।" কথাটা নিতান্ত মিথ্যা কি ? যাহা হউক ইহার পর রমণীকে নমস্কার জানাইয়া বিদায় লইব ভাবিতেছি এমন সময় তিনি বলিলেন—"কিন্তু একটা বিষয় নিয়া আমি বড়ই গোলে পড়েছি !"

"কেন কোন বিষয় ?"

"সেই শিশুর নামটী নিয়ে। কি নাম বলেছিলে তার ?"

এইবার আবার এক মহা বিপদে পড়িলাম শিশুটার নাম যে কি বলিয়াছিলাম তাহাই মনে নাই। নামটার যে আবার দরকার হইবে এ কথা ত তখন মনে হয় নাই। —উপায় ? যা হোক, যা আছে অদৃষ্টে,—রমণীও ত নামটা ভুলিয়া গিয়া থাকিতে পারেন, এই ভরসায় ইতস্তত মাত্র না করিয়া বলিলাম—

"জোসেফ্‌ উইলিয়াম।"

আমার পার্শ্বোপবিষ্ট ছেলেটী আমায় সংশোধন করিয়া দিল। "জোসেফ্‌ উইলিয়াম নয়, হেন্‌রি থমাস।"

আমি তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম—

"ওঃ, ঠিক। আমি অন্য একটী ছেলের কথা ভেবে ও নামটা বলেছিলাম। অনেক ছেলেমেয়েরই নাম রেখেছি কি না, তাই কেমন একটা গোল বেধে যায়। ঠিক ঠিক ও ছেলেটীর নাম রেখেছিলাম হেন্‌রি থমপসন্‌।"

"থমাস হেনরি।"

ছেলেটী আবার সংশোধন করিয়া দিল। পুনরায় তাহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলাম—

"থমাস হেন্‌রি, তাই থমাস হেন্‌রিই বটে। ওই নামও রেখেছিলাম তার। থমাসটা মনে আসে—এই—এই—থমাস কারলাইলের কথা ভেবে। থমাস্‌ কারলাইল—এই যে বিখ্যাত সাহিত্যিক। আর হেনরিটা রাখি ই—ই—টম হেনরির নামে। ছেলের বাপ মা নামটা শুনে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছিলেন।"—

"এতেই ত আমি আরও গোলে পড়েছি।"—

"কেন, কেন?"—

"ওর বাপ মা যখনই ওর কথা বলেন তখনই শুনেন এমিলা নামে তাকে অভিহিত করে থাকেন।"—

যাঃ. এইবার আমার সমস্ত জারিজুরি ধরা পড়িয়া গেল। ইহার পর আর আমার কিছুই বলিবার রহিল না। যতই ভাবিতে লাগিলাম, লজ্জায় যেন পুড়িয়া মরিতে লাগিলাম। রমণী আমার যন্ত্রণা অনুভব করিয়া আনন্দে হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"সেই সুখের দিনের আলাপে কি আমোদই না পেয়েছি আজ! তুমি প্রথমেই এরূপ ভাবে আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলে যে অচিরেই বুঝ্‌লুম তুমি আমাকে চিন্‌তে পার নাই, শুধু ভান করছিলে। ভাবলাম এর শাস্তিটা তোমাকে দিতে হচ্ছে! সে শাস্তি তুমি কড়ায় গণ্ডায় পেয়েছ। তুমি যে জর্জ্জ, টম, ডার্লি এদের চিন্‌তে পেরেছ তাতেও খুব আমোদ বোধ করেছি। কেননা ওদের নাম আমি জন্মেও শুনিনি। আর শিশুদের কল্পিত নামগুলির কথাও আমি ভুলতে পারব না। কেউ যদি একটু বুদ্ধি খাটিয়ে প্রশ্ন করে যায় তবে তোমার কাছ থেকে যথেষ্ট পরিমাণ সংবাদ বের করে নিতে পারে দেখ্‌ছি। মেরি ও জর্জ্জের কথা আর ঢেউয়ে নৌকাগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবার কথা সত্য, বাকী সমস্ত তৈরি গল্প। মেরি আমার ছোট বোন তার পুরা নাম মেরি——, কেমন এখন চিন্‌তে পারছো আমায়?"

"হ্যাঁ এখন তোমায় চিন্‌তে পেরেছি। তোমার হৃদয় তের বৎসর আগে যেমন কঠিন ছিল এখনও দেখ্‌ছি

তার একটুও বদ্‌লায়নি। তা হলে কি, এমন ভাবে আমায় শাস্তি দিতে পারতে। তোমার স্বভাবও যেমন বদলায়নি তোমার শরীরও তেমনি আগের মতই রয়েছে। তখন যৌবনে তোমাকে যেরূপ সুন্দর ও কমনীয় দেখাত—এখনও ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে। আর তোমার এই সুকুমার ছেলেটীও তোমার কমনীয়তা পেয়েছে। যাক্ যদি আমাদের এই অদ্ভুত প্রহসনের কথা তুমি একটুও মনে রেখে থাক তবে চল এই বেলা শান্তির নিশান উড়িয়ে দেওয়া যাক। আমি স্বীকার করছি আমারই সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছে।"—

তখন আমরা পরস্পর করমর্দ্দন করিয়া হাসিমুখে বিদায় লইলাম।

রমণী আমাকে ভাল করিয়াই জব্দ করিয়াছিলেন তাই আমি এর ষোল আনা ঝাল হ্যারিসের উপরে ঝাড়িতে চলিলাম।

*   *   *   *

হ্যারিসের নিকট ফিরিয়া গিয়া বলিলাম—"তবেই দেখ, বুদ্ধির জোড় থাকলে মানুষ কি, না করতে পারে।"

হ্যারিস বলিল "আমি দেখতে পাচ্ছি মানুষ একেবারে বোকা ও কাণ্ডজ্ঞানহীন হ'লে কি কাণ্ডই না করে বসে। সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকদের কাছে গিয়ে এরূপভাবে তাদের বিরক্ত করা এবং আধ ঘণ্টারও উপর নির্লজ্জভাবে

আলাপ করা; এ যে কোনও সজ্ঞান লোকে পারে তা আমি কখনও শুনিনি। যাক্, তুমি কি বল্‌লে গিয়ে তাদের?"

"আমি অন্যায় কিছু বলিনি। কেবল মেয়েটীকে তাঁর নামটী জিজ্ঞাসা করলুম।"

"হ্যাঁ, এ যে করবে—তাতে আমার একটুও সন্দেহ ছিল না। তোমার পক্ষে এ অসাধ্য নয়! কি বোকামই হয়েছে আমার, তোমাকে সেখানে যেতে দেওয়া—গিয়ে তোমার মূর্খতা প্রকাশ করতে দেওয়া। কিন্তু আমি সত্যি বিশ্বাসই করতে পারিনি—এ রকম গুরুতর অপরাধের কাজটী তুমি করবে। হায়, হায়, কি-ই না ভাবছে ওরা আমাদের! আচ্ছা, কি করে তুমি কথাটা পাড়লে?...কি ভাবে? বোধ হয় একটু না সাজিয়ে না গুছিয়ে কথাটা আরম্ভ করনি।"

"না, সে বিষয় খুব সাবধানই হয়েছিলাম। আমি বল্‌লুম আমার বন্ধু ও আমি আপনার নামটী জান্‌তে পেলে সুখী হব, যদি তাতে কিছু মনে না করেন।"

হ্যারিস্ বলিল "ওঃ খুব গুছিয়েই বলেছ!...কি মোলায়েম ভাবেই না কথাটা আরম্ভ করেছিলে—তোমাকে সে জন্য ধন্যবাদ দিয়ে কূল পাওয়া যায় না!...আর আমাকেও যে তোমার সঙ্গে টেনে নিয়েছ—সে জন্য কত যে বাধিত হয়েছি আমি!...মেয়েটী কি বল্‌লো?"

"কেবল নামটা বল্‌লো। তা ছাড়া আর বিশেষ কিছু বলেনি ?"

"নামটা বল্‌লো শুধু ? তোমার প্রশ্নে একটু আশ্চর্য্যের ভাবও দেখালো না ?"

"হঁা, এখন যেন মনে হচ্ছে মুখে কেমন যেন একটু ভাব প্রকাশ হোচ্ছিল—তাঁর নামটা জিজ্ঞাসা করায় একটু গৌরবের ভাব একটু প্রীতির ভাব প্রকাশ পাচ্ছে বলেই আমি মনে করে নিয়েছিলাম ।"

"আঃ, কি বুদ্ধি !...প্রীতি হবে না আবার তোমার প্রশ্নে !...এরূপ প্রশ্ন করে একজন অপরিচিত লোক যদি এসে অপমান করে তবে তাতে খুসী হবে না ! তারপর তুমি কি করলে ?"

"আমি তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম—তাঁরা সকলে আমার হ্যাণ্ডসেক্ করলেন ।"

"বটে ! আমিও তা দেখেছিলাম—কিন্তু চোখদুটাকে বিশ্বাস করতে পারি নি ! ভদ্রলোক দুজনের কেউ কি তোমার গলাটা কেটে ফেল্‌বার প্রস্তাব করেননি ?"

"না, আমার ত মনে হয়—তাঁরা, আমি যাওয়ায় বেশ খুসীই হয়েছিলেন ।"

"আমিও তা বিশ্বাস করি। তাঁরা, মনে মনে বোধ হয়, ভেবেছিলেন—'এই আশ্চর্য্য প্রাণীটা নিশ্চয় পাগলাগারদের পাহাড়া এড়িয়ে পালিয়ে এসেছে। একে নিয়ে

একটু আমোদ করা যাক্।' তা ছাড়া তুমি যাওয়ায় তাঁদের খুসী হওয়ার ত অন্য কারণ দেখা যায় না। তারপর তুমি বস্‌লে? তাঁরা কি তোমায় বস্‌তে অনুরোধ করেছিলেন?"

"না, তাঁরা বলেন নি, আমি ভাবলুম তাঁদের সে কথা মনে হয়নি।"

"তোমার আশ্চর্য্য বিবেচনাশক্তি। আর কি করলে তুমি? কি বিষয় কথাবার্ত্তা কইলে?"

"আমি মেয়েটীকে জিজ্ঞাস্ করে ফেল্‌লুম তার বয়স কত হয়েছে।"

"নিশ্চয়, এ-না জিজ্ঞাসা করলে আর তুমি!...তোমার বিনয় ও সৌজন্য অসাধারণ! বলে যাও, বলে যাও,—আমার মুখে আপশোষের ভাব্ দেখে দমে যেওনা—খুব বেশী আহ্লাদ হলেই আমার মুখের ভাব এই রকম দেখায়। তারপর, মেয়েটা তোমায় তার বয়স বল্‌লো?

"হাঁ, সে বল্‌লো। তার বয়স, তার মার বিষয় অনেক কথা, তার আর আর আত্মীয়দের কথা, সব বল্‌লো। নিজের কথাও অনেক কইলো।"

হ্যারিস্ বলিল "সে কি নিজে থেকেই তোমাকে এত সব ঘরের কথা জানালো,"

"না, ঠিক স্বেচ্ছায়, নিজ থেকে নয়। আমি প্রশ্ন

করে যেতে লাগলুম—আর মেয়েটী তার উত্তর দিয়ে যেতে লাগ্‌লো।”

“বাঃ চমৎকার!—বলে যাও,—তারপর মেয়েটীর বিয়ে হয়েছে কিনা, তাও জিজ্ঞাসা করতে ভুলোনি বোধ হয়?”

“হ্যাঁ, তাও প্রশ্ন করেছিলাম্। তাঁর স্বামী একজন republican.”

“তাঁর স্বামী? তবে তাঁর বিয়ে হয়ে গেছে?”

“হাঁ, সে নেহাৎ ছেলেমানুষটী নয় তো! ওই যে ভদ্রলোকটী সঙ্গে ছিল, ওই তার স্বামী।”

“তাঁর সন্তানাদি আছে কোন?”

“হাঁ, সাড়ে সাতটী ছেলে মেয়ে।”

“সে আবার কি? অসম্ভব!”

“সত্যি! সে নিজে বলেছে।”

“কিন্তু, সাতটী যেন হলো, অর্দ্ধেকটী আবার কি করে হবে?”

“তাঁর আগের বিয়ের একটী সন্তান ছিল। সৎছেলে কাজেই তাকে অর্দ্ধেকই বল্‌তে হয়।”

“আগের বিয়ে। আরও একবার বিয়ে হয়েছিল নাকি তাঁর?”

“হাঁ, চারবার। এইটী তাঁর চতুর্থ বিবাহ।”

“এর একবর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। একেবারে

অসম্ভব। ঐ যে যুবকটী ছিল ওদের সঙ্গে, ওটা কি তাঁর ভাই ?"

"না, তাঁর ছেলে। সব চেয়ে ছোট ছেলে। ওকে দেখলে যত বড় মনে হয়, বয়স সত্যি সত্যি তার তত বেশী নয়। তার বয়স মাত্র সাড়ে এগাড়ো।"

"এ সব কথা, একেবারেই অসম্ভব। কি লজ্জার কথা। নিশ্চয় তাঁরা তোমার বুদ্ধি ও বিবেচনা পরীক্ষা করবার জন্যই এই সব গল্প তৈরি করে বলেছেন। তোমাকে যে ঠিক একটা পাগল বুঝে নিয়েছেন তাঁরা, তাতে আর সন্দেহই নেই। তবু ভাল আমি তোমার সঙ্গে ছিলুম না। অন্ততঃ একজোড়া পাগল যে এখানে উপস্থিত এটুকুও তাঁরা ভাবেন নি। তাঁরা কি এখানে বেশীদিন থাক্‌বেন ?"

"না, দুপুরের আগেই চলে যাচ্ছেন।"

"সে জন্য একজন লোক তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ রইল। কি করে জান্‌লে তুমি ? জিজ্ঞাসা করেছিলে বুঝি।"

"না, প্রথম আমি, এখানে তাঁদের কিরূপ ভাবে দিন কাটাবার মৎলব এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁরা বলেছিলেন যে এখানে অন্ততঃ একসপ্তাহ থাক্‌বেন এবং এদিকে সেদিকে নিকটে পাশে সব ছোট খাট trip দেবেন। কিন্তু আমি চলে আস্‌বার আগ্‌খানে যখন তোমাকে দেখিয়ে বললুম, আমরা দুজনাও তাঁদের সঙ্গী হতে পেলে খুব সন্তুষ্ট হব এবং এই বলে তোমাকে এনে

পরিচিত করে দিতে চাইলুম, তাঁরা তখন একটু ইতস্তত করলেন। এবং জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ও আমি এক জায়গা থেকেই এসেছি কি না। আমি বললাম, হাঁ। তখন তাঁরা বললেন, তাঁদের মৎলব বদ্‌লে ফেলেছেন এবং তখনই সাইবেরিয়াতে তাঁদের একজন পীড়িত আত্মীয়ের সঙ্গে দেখা করতে রওনা হওয়া অত্যাবশ্যক মনে করছেন।"

"হা, ঈশ্বর। তুমি চূড়ান্ত যা করবার তাই করেছ! মানুষ মূর্খতার যে চরমসীমায় যেতে পারে তা তুমি দেখিয়েছ। আমি মরবার আগে যদি তুমি মর তবে গাধার হার দিয়ে তোমার একটা মূর্ত্তি—খুব উঁচু করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ওঁরা, তুমি যে জায়গা থেকে এসেছ আমিও সেখান থেকেই এসেছি কি না জিজ্ঞাসা করেছিলেন—নয়? সে কোন্ জায়গা মনে করে বলেছিলেন জান?"

"তা ত জানি না। সে কথা জিজ্ঞাসা করতে মনে ছিল না।"

"বেশ আমি জানি। তাঁরা "পাগলা গারদ" মনে করে বলেছিলেন—শুধু পাগল নয় যে গারদে ঘোর মূর্খরা থাকে—বুঝলে? তবে তাঁরা ভাবছেন—যে আমরা, একটা জোড়া মূর্খই এসেছি! কেমন, নিজের কাণ্ডটার কথা কেমন মনে হচ্ছে এখন?"

"তা আমি জানি না। আমি জান্তাম না, কোনও অনিষ্ট করছিলাম তাঁদের। তাঁরা বেশ ভাল লোক ছিলেন—আর আমাকেও ত বেশ পছন্দ করেছিলেন বলেই মনে হয়।"

হ্যারিস্ কতকগুলি, রুক্ষ অভিমত ব্যক্ত করিল—রপর তাহার শয়ন ঘরের দিকে গেল। কতকগুলি আসবাবপত্র চুরমার করিতে যাইতেছে বলিয়া গেল।

সেই যুবতীটী আমায় খুবই জব্দ করেছিলেন! আমি তার ষোলআনা ঝাল হ্যারিসের কাছ থেকে আদায় করে নিলাম।

পিক্‌নিক্

জজ থেচার ও তাঁহার পত্নী ;
মাসী পলি।
টম—কাঠুরিয়ার ছেলে।
বেকি—জজ থেচারের কন্যা, টমের বন্ধু।
ইঞ্জান্ জো—টমের শত্রু।
সুসি, সিড, মেরী ইত্যাদি টম-বেকির বন্ধু।

(১)

শুক্রবার প্রাতে টম একটা সংবাদ পাইল যে জজ থেচার তাঁহার পরিবারের সকলকে নিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। সুতরাং সেদিন তাঁহার মনে কেবল বেকির কথা ছাড়া অন্য কিছুই স্থান পাইল না। সে অবিলম্বে বেকির সঙ্গে দেখা করিল এবং সারাটা দিন তাহারা দুইজনে অন্যান্য সঙ্গীসাথীর সহিত খেলিয়া বেড়াইয়া কাটাইল। বেশ আনন্দে দিনটী অতিবাহিত হইয়া গেল।

বেকি তাহার মাতাকে ধরিয়া বসিল তাহাদের যে 'পিক্‌নিক্' হওয়ার কথা ছিল কাল দিনটাই সেজন্য নির্দ্ধারিত হউক। কন্যার আব্দার এড়াইতে না পারিয়া বিশেষতঃ অনেকদিন তাহাকে এ বিষয়ে আশা দিয়া আসিতেছিলেন এই ভাবিয়া মাতা স্বীকৃত হইলেন।

বেকির আনন্দের সীমা রহিল না, টমের উৎসাহের কথা ত বলাই বাহুল্য। সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই বেকির নামে বন্ধুবান্ধবদের সকলেরই নিকট নিমন্ত্রণপত্র বিতরিত হইয়া গেল—এবং সেই ছোট্ট সহরের বালকবালিকাদের মধ্যে উৎসাহ আনন্দ এবং আয়োজনের বেশ একটু সাড়া পড়িয়া গেল।—টমের তো পিক্‌নিকের উত্তেজনায় রাত্রে ভাল রকম ঘুমই হইল না।

তারপর প্রকৃতির নিয়মে প্রভাত হইল। দশটা এগারটা বাজিতে না বাজিতেই বেকিদের গৃহে—সহরের সকল বালবালিকা আসিয়া জড় হইতে লাগিল। শীঘ্রই যাত্রার সমস্ত আয়োজন স্থির হইয়া গেল। ছেলেমেয়েদের পিক্‌নিকে বয়স্থরা যোগদান করিয়া, তাহাদের আমোদের ব্যাঘাত করিবেন না—ইহাই প্রচলিত নিয়ম ছিল; তাই কয়েকজন ২০।২১ বৎসর বয়স্ক 'ভদ্রলোক' এবং জন কয়েক ১৫।১৬ বৎসর বয়স্কা 'ভদ্রমহিলার' তত্ত্বাবধানেই শিশুদের সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে করা হইত।

একটী নৌকা পূর্ব্বেই ভাড়া করিয়া রাখা হইয়াছিল। শীঘ্রই আবশ্যক দ্রব্যাদি বহন করিয়া, উল্লাসে আত্মহারা হইয়া, অদম্য উৎসাহে পদভরে রাস্তা কাঁপাইয়া, বালকবালিকা সম্প্রদায় অভিযান আরম্ভ করিল। সিড্ অসুস্থ ছিল, কাজেই তাহার আর এই উৎসবে যোগদান করা

হইল না—মেরি তাহাকে সাহচর্য্য প্রদান করিবে—তাই সেও গৃহেই রহিয়া গেল।

যাত্রাকালে থেচারপত্নী বেকিকে ডাকিয়া বলিলেন :

"তোমাদের ফিরতে ফিরতে রাত হবে। তাই ভাবছি বোধ হয় রাত্রি করে আর বাড়ী না এসে খেয়া ঘাটের কাছাকাছি কোনো মেয়ের বাড়ীতে গিয়ে, তার সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকাই ভাল হবে।"

"তাহ'লে মা, আমি সুসি হার্পারের সঙ্গে থাক্‌বো।"

"তা বেশ তাই থেকো। আর দেখো, যেন কোনও কারণে কাউকে বিরক্ত করো না।"

* * * *

পথে যাইতে যাইতে টম বেকিকে বলিল :

"বেকি, আমরা এক কাজ কর্‌বো। হার্পারদের বাড়ী না গিয়ে, পাহাড়ে উঠে সোজাসুজি উইডো ডগ্‌লাসের কাছে যাবো—কেমন? বেশ খাওয়া যাবে সেখানে। আর আমরা গেলে—তিনি খুব খুসীও হবেন।"

"ওঃ, বেশ মজাই হবে তা'হলে।" তারপর একটু ভাবিয়া বেকি বলিল :

"কিন্তু মা কি বলবেন?"

"তিনি কি করে জানবেন সে কথা?"

বালিকা মনে মনে একটু ভাবিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও বলিল :

"আমার বোধ হচ্ছে এরূপ অন্যায়—কিন্তু"—

"কিন্তু—দূর! তোমার মা কিছুতেই যখন জান্‌তে পারবেন না ওকথা—তখন আর এতে দোষ কি? তিনি এই ত চান যে তোমার কোনও বিপদ আপদ না হয়? আর এ কথা আমি বাজি রেখে বল্‌তে পারি ডগলাস্‌দের কথা মনে হলে তিনি সেখানেই যেতে বলতেন।"

উইডো ডগ্‌লাসের বাড়ীর খাওয়া—বড়ই লোভনীয়! কাজেই এই লোভ এবং টমের আগ্রহের বশবর্ত্তী হইয়া বেকিকে রাজি হইতে হইল।

তাদের এই গুপ্ত অভিযানের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করা হইবে না এরূপ স্থির হইয়া গেল।

সহর হইতে তিন মাইল দূরে গিয়া নৌকা বাঁধা হইল। সকলে দৌড়াদৌড়ি করিয়া তীরে উঠিল এবং শীঘ্রই হাসি কলরবে বনভূমি এবং পর্ব্বত প্রদেশ মুখরিত হইয়া উঠিল। শ্রান্ত-ক্লান্ত হওয়ার যতপ্রকার কারণ হইতে পারে কিছুই বাদ পড়িল না—তাই কিছুকাল পরই তাহারা অবসন্ন এবং ক্ষুধার্ত্ত হইয়া একে একে নির্দ্দিষ্ট আড্ডায় আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। যথা সময়ে সেই বহু লোভনীয় চিরবাঞ্ছিত খাদ্য বিতরণ রূপ প্রিয় কার্য্য আরম্ভ হইল। আহারান্তে এদিকে সেদিকে বড় বড় বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া বালকবালিকারা নানারূপ

বিশ্রম্ভালাপে ব্যাপৃত হইয়া বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে লাগিল।

বিশ্রামান্তে—একজন প্রস্তাব করিল °

"গুহার মধ্যে যাবে কে কে ?"

সকলেই। অবিলম্বে রাশি রাশি মোমবাতির 'বাণ্ডিল' বাহির হইয়া পড়িল এবং শিশুসম্প্রদায় কলহাস্যে দৌড়াদৌড়ি করিয়া পর্ব্বতারোহণ করিতে লাগিল। পাহাড়ের অনেক উঁচুতে ছিল গুহার মুখ—উহার বিশাল কাষ্ঠ-দরজাটী কোনোপ্রকার অর্গলে আবদ্ধ ছিল না। অভ্যন্তরে গুহার মুখেই একটী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ ছিল—ইহা বরফের মত শীতল এবং কঠিন চুন পাথরের প্রাচীরে ঘেরা ; অত্যধিক শীতে প্রাচীর গাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইয়াছে। অদূরে সশ্যশ্যামল সূর্য্যকরোজ্জ্বল শান্ত স্নিগ্ধ হাস্যময়ী প্রকৃতি আর গুহা প্রদেশে চিরবিষাদ চিরান্ধকার ঘেরা কুয়াসাযবনিকান্তরালবর্ত্তী এই মায়া-পুরীতে দাঁড়াইয়া কেহ কেহ এই অপূর্ব্বভাবে কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক রহিল। যাহা হউক শীঘ্রই এ সকল ভাবনা ছাড়িয়া অভিযানকারীগণ অসংখ্য বাতি জ্বালিয়া সেই গুহারাজ্য আবিষ্কারে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল।

গুহার প্রধান সুরঙ্গটী ৮।১০ ফিটের বেশী প্রশস্ত ছিল না। কিছুদূর পর পরই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বল্পপরিসর অসংখ্য গুপ্ত পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া এক অপূর্ব্ব

গোলকধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছিল। এক একটী সুরঙ্গ গিয়া অন্য সুরঙ্গে মিশিয়াছে আবার ঘুরিয়া আসিয়া প্রধান সুরঙ্গটিতেই পড়িয়াছে, কোনটীরই শেষ নাই! নিম্নে, আরো নিম্নে, আরো নিম্নে যতদূর পার নামিয়া যাও কিন্তু সেই এক বর্ত্তাবর্ত্তের গোলকধাঁধা, পথে পথ মিশিয়া যাইতেছে একটী সুরঙ্গ অন্য সুরঙ্গে মিলিতেছে।

কেহই সেই সুদূর বিস্তৃত গুহাটীকে ভাল করিয়া জানিত না—জানা অসম্ভব ছিল। কেহ কেহ ইহার একটী নির্দ্দিষ্ট অংশ মাত্র জানিত অন্য কেহই সে প্রদেশ ছাড়িয়া অধিক দূরে অজ্ঞাত প্রদেশে যাইতে সাহসী হইত না। অন্য সকলে যতদূর জানিত উহারও গুহার ততটুকু অংশের সহিতই পরিচিত ছিল।

সকলে একসঙ্গে প্রধান সুরঙ্গ বাহিয়া প্রায় তিন পোয়া মাইল অভিযান করিবার পর এদিক সেদিক শাখা সুরঙ্গে দুইজন চারিজন করিয়া পৃথক ভাবে প্রবেশ করিয়া সকলে চারিদিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। দুইটী তিনটী পথ যে স্থলে একত্র মিশিয়াছে সেখানে আবার পৃথক পৃথক সম্প্রদায়, হয়ত সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে, মিলিত হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। এইরূপ ভাবে অজ্ঞাত প্রদেশে না যাইয়াও বালকবালিকারা লুকোচুরি খেলায় ব্যাপৃত হইয়া অপূর্ব্ব আমোদ উপভোগ করিতে লাগিল।

ক্রমে ক্রমে, একজনের পর অন্য একজন এক দলের পর অন্য দল, এইরূপ ভাবে সকলেই শ্রান্ত দেহে কর্দ্দমাক্ত কলেবরে গুহা দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সে দিনের পূর্ণ আমোদে সকলেই আনন্দিত।

তাহারা গুহাদ্বারে আসিয়া দেখিল আমোদে প্রমত্ত হইয়া সময় যে কি ভাবে বহিয়া গিয়াছে তাহা তাহারা একটুও লক্ষ্য করে নাই! রাত্রি হইবার আর অধিক বিলম্ব নাই। যাহা হউক এরূপভাবে তাহাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে সন্ধ্যা হইয়া পড়িয়াছে অথচ তাহারা একটু বুঝিতে পারে নাই—ইহাতেও বিশেষত্ব আছে. ভাবিয়া তাহারা সকলেই বিশেষ প্রীত হইল। খেয়া নৌকাখানি যখন উৎসাহে প্রমত্ত এই বালকবালিকা সম্প্রদায়ে বোঝাই হইয়া নদী বাহিয়া চলিয়াছিল তখন সেদিনকার খেয়া পার হওয়ার ব্যয় ছয়টী পয়সার মূল্য কেহই মনে মনে গণনা করিতেছিল না—এক খেয়ানী ছাড়া।

* * *

সেদিন রবিবার, স্কুল ছিল না। সকলেই সকাল সকাল 'চার্চ্চে' উপাসনায় গিয়াছে। আচার্য্যের প্রার্থনা শেষ হওয়ার পর জজ থেচারের পত্নী হার্পার-পত্নীকে বলিলেন:

“আমার বেকি যে এখনো এলোনা? সে কি আজ সারাদিনই ঘুমোবে? আমি আগেই ভেবেছিলাম—

পিক্‌নিকের পরিশ্রমে তার একটা অসুখ না ক'রে যাবে না !"

"বেকি ?"

"হাঁ"—বিস্মিত ভাবে, "কেন কাল রাত্রে সে তোমাদের ওখানে ছিল না ?"

"নাঃ !"

থেচার-পত্নীর চেহারা বিবর্ণ হইয়া গেল। ঠিক সেই সময়ই টমের মাসি পলি সেদিক দিয়া যাইতেছিলেন। মাসি পলি বলিলেন ঃ

"নমস্কার, থেচার-গৃহিনী। নমস্কার, হার্পার-পত্নী। আমার টমটা কাল বাড়ী আসেনি। তোমাদের কারও বাড়ী ছিল বোধ হয়। আমার বকুনির ভয়ে বুঝি 'চার্চ্চে'ও আসে নি। আচ্ছা, আসুক একবার বাড়ীতে।"

মিসেস্ থেচার মৃদু ভাবে ঘাড় নাড়িলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও বিবর্ণ হইয়া গেলেন।

মিসেস্ হার্পার বলিলেন ঃ

"আমাদের বাড়ীতে ত ছিল না টম !" মাসি পলির দৃষ্টিতে কেমন একটু আশঙ্কার ভাব দেখা গেল।

"জো হার্পার, আমার বেকিকে দেখেছ আজ ?"

"না।"

"কখন তাকে শেষ দেখেছ ?"

জো স্মরণ করিতে চেষ্টা করিল। ইতিমধ্যে অনেক

লোক সেখানে জড় হইয়াছে; চারিদিকে কানাঘুষা পড়িয়া গিয়াছে—সকলেরই দৃষ্টিতে কেমন উৎকণ্ঠার ভাব। বালক বালিকাদের প্রশ্ন করা হইল, সঙ্গের যুবক অভিভাবকদেরও জিজ্ঞাসা করা হইল। সকলেই বলিল টম এবং বেকি খেয়া নৌকায় ছিল কি না অন্ধকারে তাহারা তাহা লক্ষ্য করিতে পারে নাই। কেহ গুহায় পড়িয়া রহিল কি না ইহা সন্ধান করিবার বিষয় কাহারও মনেই হয় নাই। একজন যুবক শেষে কম্পিত স্বরে বলিয়া ফেলিল, বোধ হয় তাহারা এখন পর্য্যন্ত গুহাভ্যন্তরেই রহিয়া গিয়াছে। থেচার পত্নী শুনিয়া মুর্চ্ছা গেলেন। মাসি পলি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

এক জনের নিকট হইতে অন্যের নিকট, এক সম্প্রদায়ের নিকট হইতে অন্য সম্প্রদায়ে, এবাড়ী হইতে সে বাড়ী, এইরূপ করিয়া এই ভয়ানক সংবাদ সমস্ত সহরে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। পাঁচ মিনিট যাইতে না যাইতেই চারিদিকে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল—সমস্ত সহরময় বিপদবার্ত্তা ব্যাপ্ত হইয়া যাইতে একটু বিলম্ব হইল না। অবিলম্বে অশ্বপৃষ্ঠে গদী আঁটা হইল—সমস্ত নৌকা প্রস্তুত হইল, খেয়া নৌকা ডাকিয়া আনা হইল এবং সেই বিপদ বার্ত্তা প্রচারিত হওয়ার পর অর্দ্ধ ঘণ্টা অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই দুই শত লোক, কেহ নৌকযোগে কেহ অশ্বপৃষ্ঠে, পর্ব্বত অভিমুখে ছুটিয়া চলিল।

সুদীর্ঘ অপরাহ্নটা সে গ্রামটী জনশূন্য ও মৃতবৎ প্রতীয়মান হইল। অনেক মহিলা, মিসেস্ থেচার এবং পলি মাসীর নিকট গিয়া তাঁহাদিগকে শান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিলেন। শোকক্লিষ্ট রমণী দুইজনকে শান্ত্বনা দিতে গিয়া তাঁহারাও কাঁদিয়া সারা হইলেন।—কিন্তু বোধ হয় দু'টী আশার কথা বলা অপেক্ষা দুইফোটা অশ্রুবিন্দু শোকাকুলাদিগকে অধিক শান্ত্বনা দিতে পারিয়াছিল।

সমস্তটা রাত্রি সেই শোকাবসন্ন গ্রামখানি সুসংবাদ পাওয়ার আশায় উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতিক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু শেষে প্রবল উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়া রাত্রি অবসানের পর প্রভাত হইলে যে সংবাদ পাওয়া গেল তাহা এইমাত্র, "অ'রে! মোমবাতি পাঠাও, আরও খাদ্য পাঠাও।" মিসেস থেচার একরূপ পাগল হইয়া গেলেন—মাসি পলিও তদ্রূপ। জজ থেচার গুহা হইতে আশা ও উৎসাহের কথা বলিয়া পাঠাইলেন কিন্তু তাহাতে প্রবল শোক প্রশমিত হইল না একটুকু।

বিকালের প্রথম ভাগে শ্রান্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন হইয়া অনেক ব্যক্তি গুহা হইতে ফিরিয়া আসিতে লাগিলেন—কিন্তু অপেক্ষাকৃত বলশালী ব্যক্তিগণ গুহাভ্যন্তরে শিশুদের তল্লাসকার্য্যেই ব্যাপৃত রহিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকারীদের নিকট শোনা গেল—গুহার সুদূর প্রান্ত অবধি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইতেছে যেখানে

কোনো দিন কেহ যায় নাই সে সকল স্থানেও সন্ধান করা হইতেছে। তাহাদের আলোকমালা চতুর্দ্দিকে প্রতিফলিত হইতেছে এবং তাহাদের বন্দুক ধ্বনি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইয়া গুহাভ্যন্তর মুখরিত করিয়া তুলিতেছে। গুহাভ্যন্তরে লোকে সাধারণতঃ যত-দূর যায় তদপেক্ষা বহুদুরে একস্থানে বাতির শিষে প্রাচীর গাত্রে "টম" এবং "বেকি" নাম লেখা থাকিতে দেখা গিয়াছে এবং কাছেই একটী তৈলাক্ত চুল বাঁধিবার ফিতা পাওয়া গিয়াছে। মিসেস থেচার তাঁহার কন্যার ফিতাটী চিনিলেন এবং তাহা দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। তিনি বলিলেন—তাঁর কন্যার বোধ হয় ইহাই শেষ স্মৃতি চিহ্ন। তাই ইহা তাঁর কাছে কত মূল্যবান—তাঁর বেকির শোচনীয় মৃত্যুর পূর্ব্বের ইহাই শেষ নিদর্শন! কেহ কেহ বলিলেন—মধ্যে মধ্যে গুহাভ্যন্তরে বহুদূরে অস্পষ্ট আলোক মিট্ মিট্ করিতেছে দেখা যাইত, সকলে আশান্বিত হইয়া কলরব করিয়া সেদিকে ছুটিয়া যাইত—কিন্তু কেবলি ব্যর্থ আশা, বিফল প্রয়াস। কোথায় তারা?—এ যে একজন অনুসন্ধানকারীরই আলো।

তিন দিন, তিন রাত্রি ধীরে ধীরে অতিবাহিত হইয়া গেল। গ্রামবাসীর সকল আশা ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া গেল।

(২)

টম এবং বেকি "পিক্‌নিক্"টা কিরূপ উপভোগ করিতেছে—দেখা যাউক। অন্যান্য সকলের সঙ্গে তারাও একটা স্বল্প পরিসর সুরঙ্গ বাহিয়া চলিল—দু'দিকের প্রাচীরে অঙ্কিত আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর নানারূপ চিত্র, উক্তি (motto) এবং নামধাম দেখিতে দেখিতে। কোথাও লেখা আছে "বসিবার ঘর" কোথাও "রাজপ্রাসাদ" কোথাও বা "আলাদিনের প্রাসাদ" এইরূপ কত কি। তারপর লুকোচুরি খেলা আরম্ভ হইল। টম এবং বেকি প্রমত্ত উৎসাহে ক্রীড়ায় ব্যাপৃত হইল—দু'জনেই বেশ একটু ক্লান্ত হইয়া না পড়া পর্য্যন্ত। অবশেষে তাহারা একটা অত্যন্ত অপ্রশস্ত অধিত্যকায় প্রবিষ্ট হইল এবং আলোগুলি উচু করিয়া ধরিয়া প্রাচীর গাত্রের বিচিত্র লিপিগুলি পড়িতে পড়িতে অগ্রসর হইতে লাগিল। কত নাম, কত ঠিকানা, পোষ্ট আফিসের নাম ইত্যাদিই না প্রাচীরগাত্রে অঙ্কিত রহিয়াছে; বিন্দুমাত্র স্থানও যদি খালি থাকিত! যাহা হউক এইরূপে অগ্রসর হইতে হইতে তাহারা শেষে এমন স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল যেখানে প্রাচীরের গায় কোনরূপ অঙ্কনচিহ্ন আর রহিল না অথচ তাহারা সে বিষয় একটু লক্ষ্য না করিয়া অগ্রসর হইয়াই চলিল। প্রাচীরের গায় একটা স্থানে তাহাদের দুই জনের নাম অঙ্কিত করিয়া শীঘ্রই টম এবং

বেকি এক অপূর্ব্ব স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল, সেখানে প্রাচীরের গায় একটী ক্ষুদ্র সলিল প্রবাহ, প্রস্তর কঙ্কর মিশ্রিত জলস্রোতে ধীরে ধীরে বর্ষের পর বর্ষ ব্যাপিয়া প্রসারিত-বক্ষা হইয়া একটী অতি মনোরম জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে। টম সন্তর্পণে ইহার নিকটে গমন করিল এবং বাতির আলো প্রপাত বক্ষে প্রতিফলিত করিয়া সৌন্দর্য্য-শোভায় বেকিকে মুগ্ধ করিল। জলপ্রপাতটীর পশ্চাদ্দিগে স্বভাব সন্নিবিষ্ট একস্তর সোপান ছিল—দেখিয়াই টমের আকাঙ্ক্ষা হইল সেই সোপান শ্রেণী অবরোহণ করিয়া অজ্ঞাত প্রদেশ আবিষ্কার করিবে। বেকিও তাহার প্রস্তাব সমর্থন করায় অবিলম্বে তাহারা সেস্থানে (প্রত্যাবর্ত্তন পথ অবগত হইবার জন্য) কয়েকটা চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া সোপান পথে অগ্রসর হইল, এবং এদিকে সেদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিম্ন হইতে নিম্নতর প্রদেশে অবতরণ করিতে লাগিল এবং পূর্ব্বের ন্যায় চিহ্ন অঙ্কিত করিতে করিতে জনসাধারণের নিকট এক অজ্ঞাত অপূর্ব্ব নূতন সত্য উপস্থিত করিবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া—সম্মুখে অগ্রসর হইয়া চলিল। একস্থানে দেখিল প্রকাণ্ড একটা গুহা—ছাদ হইতে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর উজ্জ্বল তুষার-শৃঙ্গ নিম্নাভিমুখে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। সে এক মনোরম দৃশ্য ; তাহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া এই অপূর্ব্ব দৃশ্য উপভোগ করিতে লাগিল ; অতঃপর উহার অসংখ্য নির্গমন পথের

একটী পথ অবলম্বন করিয়া গুহা হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এবার তাহারা এমন একটী মনোরম ঝরণার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল যাহার তলদেশে অসংখ্য মণিমুক্তা উহার স্ফটিকস্বচ্ছ সলিলের ভিতর দিয়া ঝল্‌ঝল্ করিতেছিল। একটা প্রকাণ্ড গুহার অভ্যন্তরে ছিল এই ঝড়নাটি ; গুহাটীর ভিতরে অসংখ্য তুষারস্তম্ভ ছাদ হইতে ভিত্তি গাত্র পর্য্যন্ত আলম্বিত রহিয়াছে। ছাদে অনেকগুলি বাদুর ঝুলিতেছিল, এক এক স্থানে সহস্র সহস্র বাদুর জড়াজড়ি করিয়া অবস্থিত ছিল ; বাতির আলোতে উহাদের শান্তনিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল, বিকট চিৎকার করিতে করিতে উহারা চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। টম উহাদের স্বভাব জানিত, কাজেই আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া সে বেকির হাত ধরিয়া সম্মুখে যে পথ পাইল তাহারই ভিতর আশ্রয়ের জন্য ছুটিয়া চলিল কিন্তু ইতি মধ্যেই একটা বাদুরের পক্ষঝাপটে বেকির হাতের বাতিটী নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। অনেক দুর পর্য্যন্ত ইহারা তাহাদের অনুসরণ করিল কিন্তু পলায়নকারীদের সম্মুখে যে পথই পড়িল তাহারা তাহাই অনুসরণ করিয়া আশ্রয়স্থান খুঁজিতে লাগিল এবং এইরূপে অবশেষে এই বাদুরগুলির আক্রমণ হইতে বহুকষ্টে, পরিত্রাণ লাভ করিল। অতঃপর শীঘ্রই টম ভূগর্ভ অবস্থিত একটী হ্রদের সমীপবর্ত্তী হইল, উহার সুবিস্তৃত

বহু দূরে ছায়ান্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিল। টম ইহার তীরে তীরে অভিযান করিয়া আসিবে ভাবিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বে একটু বিশ্রাম করা উত্তম হইবে মনে করিয়া উভয়ে উপবেশন করিল। এই স্থানের গভীর নিস্তব্ধতাই প্রথম তাহাদের মনে এক নির্জ্জনতার ভাব ফুটাইয়া দিল। বেকি বলিল :

"বাঃ, এতক্ষণ আমি লক্ষ্যই করিনি ; আমরা অন্যান্যের কারো কোনও কথা শুন্‌তে পাইনি সে কতকাল হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।"

"বেকি, জান আমরা তাদের চেয়ে কত নীচে এসে পড়েছি। কতটুকু নীচে, উত্তরে কি দক্ষিণে, পূবে কি পশ্চিমে কিছুই তা জানি না ! এখান হ'তে তাদের কথাবার্ত্তাও শোনা যাচ্ছে না !"

বেকি ভীত হইল।

"জানি না টম—কতক্ষণ আমরা নীচে নেমে এসেছি ! চল টম ফিরে যাই আমরা।"

"হাঁ, ফেরাই ভাল হবে। আমার মনে হচ্ছে ফিরে যাওয়াই উচিত, তাই সঙ্গত।"

"তুমি পথ চিনে যেতে পারবে ত টম ? আমার কাছে ত সব এক অজ্ঞাত প্রহেলিকায় মিশে গেছে।"

"বোধ হয় চিন্‌তে পারবো। কিন্তু ঐ বাদুড়গুলো,—যদি তারা আমাদের দুজনারই আলো নিবিয়ে দেয়

তাহলে ভয়ানক বিপদে পর্ত্তে হবে আমাদের। তার চেয়ে চল আমরা অন্য কোনও পথে ফিরবার চেষ্টা করি।"

"তা বেশ। কিন্তু শেষে আমরা পথ ভুলে না যাই। তাহলে আর বিপদের শেষ থাকবে না।" সঙ্গে সঙ্গে বালিকা সেই ভীষণ আশঙ্কার চিন্তায় আকুল হইল।

যাহা হউক তাহারা একটী সুরঙ্গ পথে নিঃশব্দে বহুদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া চলিল। সম্মুখে যে নূতন পথ পড়িল টম তাহারই ভিতরে চাহিয়া দেখিল যদি তাহাদের অঙ্কিত কোনো চিহ্নের অনুসন্ধান পায়। কিন্তু সমস্তই—চির নূতন। যখনই টম কোনও চিহ্নের অনুসন্ধানে ছুটিয়া যায়—বেকি তাহার মুখভাব লক্ষ্য করে, উৎসুক চিত্তে, কোনো আশার লক্ষণ পাইবার জন্য। কিন্তু টম প্রতি বারই বলে:

"ঠিক যাচ্ছি বেকি! এ পথটী নয় সত্য কিন্তু শীগ্‌গিরই আমরা সত্যি পথ পেয়ে ফেলবো।" কিন্তু যতই তাহার আশা ব্যর্থ হইতেছিল ততই নিষ্ক্রমণ পথ বাহির করিতে পারিবার সম্ভাবনাও তার ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। তবুও সে বলিতেছে—"সব ঠিক আছে।" কিন্তু তাহার স্বরে এমন একটু চাপা ভাব এমন একটু ভীষণ গভীরতা ছিল যে কথাগুলি বেকির কানে যেন বাজিত "সব হারিয়ে গেছে।" ভয়ে নির্ব্বাক ভীতিস্তব্ধ বেকি টমের নিকটে নিকটে তাহাকে

অনুসরণ করিতেছিল এবং উন্মুখ অশ্রু সম্বরণ করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু চোখের জল বাধা মানে না। শেষে বেকি বলিল :

"টম, থাকুক সেখানে বাদুর, তবু চল সে পথেই আমরা ফিরে যাই। ক্রমেই যে বিপদ ঘনিয়ে আসছে টম।"

টম দাঁড়াইল। বলিল :

"শোন স্থির হয়ে।" গভীর নিস্তব্ধতা; এত গভীর যে তাহাদের নিঃশ্বাসের শব্দও স্পষ্ট শোনা যাইতেছিল। টম চিৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল। সে শব্দ ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হইয়া এক গভীর অট্টহাস্য প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল।

"ও, ওরূপ আর করোনা টম,—শুনতে এ বড় ভীষণ।" বেকি বলিল।

"ভীষণ হ'লেও একমাত্র নির্ভর এখন ইহারই উপর, বেকি। তারা আমাদের ডাক শুন্‌তেও পারে।" বলিয়া সে আবার চিৎকার করিয়া ডাকিল।

'শুন্‌তেও পারে।' কথাটী বেকির কানে সেই হাস্য প্রতিধ্বনি অপেক্ষাও ভীষণ ভাবে বাজিতে লাগিল। শুন্‌তেও পারে! তা'হলে নাও শুন্‌তে পারে! তাহারা স্তব্ধ ভাবে উত্তরের প্রতিক্ষায় কান পাতিয়া রহিল। কিন্তু না, কোনো শব্দ নাই। সেই চির নিস্তব্ধতা। টম

তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বের পথে ফিরিয়া চলিল। কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতেই তাহার অস্থির মুখভাব বেকির নিকট আর একটী ভীষণ সত্য উন্মুক্ত করিল। সে পূর্ব্বস্থানে ফিরিবার পথও খুঁজিয়া পাইতেছে না।

“ও, টম্ তুমি এবারও কোনও চিহ্ন আঁক নি!”

“বেকি, আমি কি বোকামিই না করেছি। কি ভয়ানক বোকামি! আমি কখনও ভাবিনি সে সময়, আমাদের আবার এ পথে ফির্‌তে হবে! না আমি পথ খুঁজে পাচ্ছি না! সব গোল হ'য়ে গেছে!”

“টম, টম, আমরা সব হারিয়েছি! আমরা একেবারে হারিয়ে গেছি! আমরা কক্ষনও—আর কক্ষনও এই ভীষণ গুহার ভিতর থেকে বের হতে পারবো না! হায়, কেন আমরা ওদের ছেড়ে এসেছিলাম?”

বেকি মাটিতে বসিয়া পড়িল এবং এরূপ আকুল ভাবে কাঁদিতে লাগিল যে টম ভাবিল হয়ত বেকি এরূপ ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই প্রাণ হারাইবে, না হয় অত্যধিক শোকে পাগল হইয়া যাইবে। টম বেকির কাছে বসিল এবং তাহাকে বাহু বন্ধনে আবদ্ধ করিল। বেকি তার বুকে মুখ লুকাইয়া তাকে আকুল ভাবে জড়াইয়া ধরিল এবং তার মনের ভয় ভাবনা ও ভীষণ পরিণাম আশঙ্কার কথা বলিতে লাগিল। টম তাহাকে ধৈর্য্য ধরিতে বলিল। কিন্তু বেকি বলিল—তার পক্ষে ধৈর্য্য ধরা অসম্ভব।

ইহা শুনিয়া, বেকিকে এরূপ ভাবে এমন বিপদে আনিয়া ফেলিয়াছে বলিয়া, টম নিজেকে শত শতবার দোষ দিয়া অনুতাপ এবং আক্ষেপ করিতে লাগিল। টমের এইরূপ আক্ষেপের কথা শুনিয়া বেকি বলিল—সে ধৈর্য্য ধরিতে চেষ্টা করিবে এবং টম তাহাকে যেখানে নিয়া যায় সেখানেই যাইবে—কেবল যদি টম ওরূপ কথা আব না বলে। কারণ কেবল তার ত দোষ নয়, এরূপ অবস্থাবিপর্য্যয়ের জন্ম বেকিও তুল্য ভাবেই দায়ী।

আবার তাহারা পথ খুঁজিয়া খুঁজিয়া চলিল—অনির্দ্দিষ্ট ভাবে, এই অজ্ঞাত পাতাল রাজ্যে যে দিকে দুই চক্ষু যায় সেই দিকেই। যাইতে যাইতে টম্ বেকির হাত হইতে আলোটা নিয়া তাহা নিবাইয়া ফেলিল। এই এতটুকু ভবিষ্যৎ চিন্তা—এতটুকু সঞ্চয়ের ভিতর কতই না গভীর অর্থ। কোনো কথা ব্যক্ত করিতে হইল না—অথচ বেকি ইহার অর্থ বুঝিল এবং তার আশার শেষ কণাটুকু মাত্রও আর রহিল না। সে জানিত টমের পকেটে একটা আস্ত এবং ছোট ছোট আরো তিন চারি টুকরা বাতি আছে—তবু তাকে হিসাব করিয়া চলিতে হইতেছে—দু'টার একটা আলো নির্ব্বাপিত করিয়া লইতে হইয়াছে!

ক্রমে অবসাদ আসিয়া তাহাদের নিকট বিশ্রাম দাবী করিয়া বসিতে লাগিল; শিশু দুইজন তবু ইহা জোড় করিয়াই অবহেলা করিতে চাহিল। যখন সময় এত

মূল্যবান তখন বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী হইয়া এক স্থানে বসিয়া বসিয়া সময় কাটান—কি ভয়ানক কথা—চিন্তা করিতেও ভয় হয়। যে দিকেই হউক একদিকে চলিতে থাকিলে—তবু ত তা'তে কিছুদূর অগ্রসর হওয়া যায়; এরূপ পরিশ্রম ফলপ্রসূ হইলেও হইতে পারে কিন্তু বিশ্রামার্থ এক স্থানে বসিয়া পড়া, মৃত্যুকে শীঘ্র শীঘ্র আহ্বান করিয়া আনা ছাড়া আর কি ?

কিন্তু অবশেষে বেকির দুর্ব্বল অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি আর তাকে বহন করিতে স্বীকৃত হইল না—সারা শরীর তার অবশ হইয়া পড়িল। বেকি বসিয়া পড়িল, টমও তার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিল। তাহারা বাড়ীর কথা, সেখানকার খেলার সাথীদের কথা, আরামদায়ক শয্যার কথা, সর্ব্বাপেক্ষা বেশী—আলোকের কথা বলিতে লাগিল। বলিতে বলিতে বেকি কাঁদিয়া ফেলিল আর টম তাকে শান্ত্বনা দিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু তাহারও সমস্ত উৎসাহ ক্রমাগত আশা নিরাশার ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল—কাজেই সে সব শুষ্ক উৎসাহবাণী বেকির কাণে বিদ্রূপের ন্যায়ই শুনাইতে লাগিল। ক্লান্তি বেকিকে এতদূর অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল যে ক্রমে সে অবসন্ন হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল; টমও কিছু ক্ষণের জন্য একটু নিশ্চিন্ত হইল। সে বেকির নিদ্রাভিভূত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল স্বপ্নের

ঘোরে তাহা সহজ ও প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিয়াছে—চিন্তার কালিমা রেখা দূর হইয়াছে। ক্রমে বেকির মুখে একটী ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল এবং বেকির হাস্য শান্ত মুখমণ্ডলের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া টমও দুর্ভাবনা কতকটা ভুলিয়া গেল—তাহার চিন্তা অতীতের সুখ কল্পনায় এক মনোরম রাজ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। যখন সে এই ভাবে গভীর চিন্তামগ্ন, বেকি তখন হঠাৎ একটী মৃদু হাস্যধ্বনি করিয়া জাগরিত হইল; কিন্তু সে হাসি তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে মিশিয়া যাইতে বিলম্ব হইল না —এবং এক হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া, সে বলিল:

“ওঃ কি করেই বা আমি ঘুমোতে পেরেছিলুম! মনে হচ্ছে—যদি এ ঘুম আর—আর কখনও না ভাঙ্গতো!—না, না, আমি বলিনি ও কথা, টম! ওরূপ ভাবে আর তাকিও না। আমি আর একথা বলবো না!”

“তুমি ঘুমানোয় আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম বেকি, বোধ হয় এখন তোমার শ্রান্তি অনেকটা দূর হয়ে থাকবে—আবার আমরা পথ খুঁজে বের করতে চেষ্টা করবো।”

“তা আমরা চেষ্টা করে দেখ্‌তে পারি টম্‌। কিন্তু স্বপ্নে আমি এমন এক সুন্দর রাজ্যের দর্শন পেয়েছিলাম! বোধ হচ্ছে আমরা সেই রাজ্যেই যাব।”

“না-ও হতে পারে—নাই হবে। বেকি, মনে উৎসাহ বাঁধ—চল আমরা পথ খুঁজে বের করি।”

তাহারা উঠিয়া পড়িল। এবং হাতে হাতে ধরাধরি করিয়া নিরাশ ভাবে ঘুরিতে লাগিল। কতক্ষণ গুহাভ্যন্তরে কাটাইয়াছে একথা তাহারা অবধারণ করিতে চেষ্টা করিল—কিন্তু তাদের কাছে কেবলি মনে হইতে লাগিল, কতদিন কত সপ্তাহ যেন এই পাতাল পুরীতে পথহারা হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। অথচ তাও অসম্ভব কেননা তাদের বাতিগুলি এখনও পুড়িয়া শেষ হইয়া যায় নাই।

ইহার অনেক পরে, কত পরে তা তাহারা বলিতে পারে না, টম ভাবিল, ধীরে ধীরে জলস্রোতের মৃদু শব্দ লক্ষ্য করিতে করিতে তাহাদের অগ্রসর হওয়া আবশ্যক ;—একটা ঝড়ণা বা জলাশয় প্রাপ্ত হওয়ার জন্য। শীঘ্রই তাহারা একটী জলাশয় প্রাপ্তও হইল ; ইহার তীরে উপস্থিত হইয়া টম বলিল, এইবারে তাহাদের আবার বিশ্রাম করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। দুজনেই ভয়ানক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তবু বেকি বলিল আরো কিছু দূর সে হাটিতে পারিবে। কিন্তু টম এতে অস্বীকৃত হওয়ায় বেকি আশ্চর্য্যান্বিত হইল—কিছু অর্থ ইহার বুঝিতে পারিল না। যাহা হউক অবশেষে দুইজনে সেখানেই বসিয়া পড়িল। টম বাতিটা কর্দ্দম সাহায্যে দেওয়ালের গায় বসাইয়া দিল। চিন্তা শীঘ্রই ব্যস্ত ভাবে আসিয়া তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল, কিছুক্ষণ কেহই

কিছু বলিল না। শেষে বেকি নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিল :

"টম, আমি এত ক্ষুধার্ত্ত হয়ে পড়েছি!"

টম পকেট হইতে কিছু কেক্ বাহির করিল!

"এর কথা তোমার মনে আছে?" শুনিয়া বেকি প্রায় হাসিয়া ফেলিয়াছিল।

"এটা আমাদের বিবাহের কেক্ (Wedding cake) টম!"

"হাঁ বেকি!—ভাবছি যদি এটা খুবই প্রকাণ্ড হত—কারণ খাবার আর তো কিছু আমাদের কাছে নেই!"

টম কেক্‌টা ভাগ করিয়া লইল। বেকি অতি ক্ষুধার্ত্ত ভাবে তাহার অংশ আহার করিল। কাছেই ঝরনা ছিল তাতে আকণ্ঠ তৃপ্তির সহিত শীতল জল পান করিবার অভাব হইল না। আহারান্তে বেকি প্রস্তাব করিল আবার তারা পথ সন্ধানে যাইবে। টম এক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া বলিল :

"বেকি, তোমাকে যদি একটা কথা বলি ত, তা সহ্য করে শুনতে পারবে?"

বেকির মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল, তবু সে বলিল, বোধ হয় সে পারিবে।

"শোন তবে বেকি, আমাদের এখানেই থাকতে হবে। যেখানে খাওয়ার জন্য জল আছে। ওই দেওয়ালের

গায় যে ছোট্ট আলোটুকু দেখছ উহাই আমাদের শেষ বাতি!"

বেকি কাঁদিয়া কাঁদিয়া অশ্রু জলে ভাসিতে লাগিল। টম তাহাকে শান্ত করিবার জন্য চেষ্টা করিবার যাহা, তাহা করিল; কিন্তু কোনো ফলই হইল না। কিছুক্ষণ পরে বেকি বলিল—"টম!"

"কেন বেকি!"

"তারা আমাদের না পেয়ে শেষে খুঁজতে আসবে নিশ্চয়।"

"হাঁ, নিশ্চয় তারা আসবে। নিশ্চয়ই আসবে।"

"হতে পারে এখন তারা আমাদের খুঁজছে, টম?"

"হাঁ, আমারও মনে হচ্ছে হয়তো তারা খুঁজছে। আশা করি তারা খুঁজছে।"

"তারা কখন আমাদের হারিয়ে যাওয়ার কথা জানবে, টম?"

"যখন নৌকায় ফিরে যায়, তখন বোধ হয়।"

"টম, তখন ত অন্ধকার হয়ে যেতে পারে—তারা কি লক্ষ্য করবে আমরা নৌকায় আছি না আছি?"

"জানি না। কিন্তু যেমনই হউক সকলে বাড়ী ফিরতে না ফিরতেই তোমার মা তো তোমার খোঁজ করবেন?"

বেকির ভীতিদৃষ্টিতে টমের জ্ঞান হইল। তাহার

মনে হইল—রাত্রে তো বেকির বাড়ী যাওয়ার কথা নাই। দুজনেই নির্ব্বাক ভাবে বসিয়া ভাবিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যেই বেকির মুখে ক্রন্দনোচ্ছাস শুনিয়া টম বুঝিতে পারিল বেকিরও এ কথা মনে হইয়াছে—যে পরদিন রবিবার; প্রাতে থেচার গৃহিণী শীঘ্র বেকির অবর্ত্তমানের কথা জানিতে পারিবেন না। তাহারা চাহিয়া দেখিতে লাগিল—তাহাদের শেষ আলোটী গলিয়া গলিয়া একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যাইতেছে। নিবিবার পূর্ব্বে উজ্জ্বল দীপ শিখাটী দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিতে দেখিল তারপর অকস্মাৎ তাহা নিবিয়া গেল—এক দারুণ হৃদয়ভেদী অন্ধকার চারিদিক গ্রাস করিল।

* * * *

বেকি টমের বাহুতে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতেছিল, সে যে কত পরে তা দুজনের কেহই জানিতে পারিল না। যাহা কিছু তারা জানিত তাহা এই যে, বহুকালব্যাপী এক গভীর নিদ্রা হইতে তাহারা জাগিয়া উঠিয়াছে—এবং তখন রবিবারও হইতে পারে সোমবারও হইতে পারে। টম বেকির সঙ্গে আলাপে ব্যাপৃত হইবার চেষ্টা করিল কিন্তু বেকি এতদূর শোকক্লিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল যে কথা বলিবার তাহার সামর্থ্য ছিল না—তার সমস্ত আশা তখন অন্তর্হিত হইয়াছিল।

টম বলিল—নিশ্চয় তাদের হারানোর কথা অনেক-

ক্ষণ জানাজানি হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের অনুসন্ধান চলিতেছে। টম চিৎকার করিয়া ডাকিবে—হইতে পারে ডাক শুনিয়া কেহ না কেহ আসিবে। সে চেষ্টা করিল, কিন্তু সেই গভীর অন্ধকারে তাহার চিৎকার শব্দ এরূপ দারুণ ভাবে মিশিয়া গেল যে সে চুপ করিল।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৃথা চলিয়া যাইতে লাগিল এবং ক্ষুধায় তাহাদিগকে বিশেষ কাতর করিয়া তুলিল। টমের কেকের অর্দ্ধেকটার কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহারা ভাগ করিয়া দুইজনে তাহা খাইল। কিন্তু এতে ক্ষুধার কেবল বৃদ্ধিই হইল। সামান্য সে খাদ্যটুকু কেবল তাহাদের অতৃপ্তিই বাড়াইয়া তুলিল।

ক্রমে টম বলিল ঃ

“হিস্‌স্—শুনলে তুমি ?” দুজনেই নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া কান পাতিয়া রহিল। বহুদূরে ক্ষীণতম চিৎকারের শব্দ যেন শোনা গেল। সেই মুহূর্ত্তেই টম তাহার উত্তর প্রদান করিল এবং বেকির হাতে ধরিয়া শব্দ লক্ষ্য করিয়া সে দিকে অন্ধকাবে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অগ্রসর হইয়া চলিল। আবার সে শব্দ শোনা গেল—এবার পূর্ব্বাপেক্ষা নিকটে।

“তারা” টম বলিল, “নিশ্চয় তারা আসছে—এস ছুটে চল্‌ বেকি—আমরা রক্ষা পেলুম।”

তাহাদের আনন্দ সীমা ছাড়িয়া গেল। তাহারা

তেমন তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে পারিতেছিল না, কেননা পথে অসংখ্য গর্ত্ত ছিল সেগুলি এড়াইয়া কোথাও বা সেগুলি পার হইয়া অগ্রসর হইতে হইতেছিল। শীঘ্রই তাহারা এইরূপ একটা খাদের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহা তিন ফিট গভীর হইতে পারে, একশো ফিটও হইতে পারে নির্ণয় করিবার উপায় ছিল না—টম বুকে ভর রাখিয়া উহাতে নামিল যতদূর পারে নীচ পর্য্যন্ত পা বাড়াইয়া দিল কিন্তু তল পাইল না, বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে সেখানেই, অনুসন্ধানকারীদের না আসা পর্য্যন্ত, অপেক্ষা করিতে হইবে—উপায়ান্তর নাই। তাহারা শুনিতে লাগিল স্পষ্টতঃ ক্রমেই চিৎকার শব্দ ক্ষীণতর হইতেছে। অনুসন্ধানকারীরা দূর হইতে দূরান্তরে যাইতে যাইতে ক্রমে আর তাহাদের কলরব শোনা গেল না। কি হৃদয়ভেদী নৈরাশ্য। আসিয়াও আসিল না—রক্ষা হইয়াও হইল না! যতক্ষণ কণ্ঠের শব্দ উচ্চারিত হইতেছিল ততক্ষণ টম চিৎকার করিয়া ডাকিল—ক্রমে গলা ভাঙ্গিয়া গেল শব্দ বন্ধ হইল। তবু টম বেকিকে উৎসাহ ও আশার কথা বলিল—কিন্তু একযুগ সময় অতিক্রান্ত হইল অনুসন্ধানকারীদের আর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।

শিশুরা আবার পা ফেলিয়া ঝড়ণার কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। সময় বহিয়া চলিল। আবার তাহারা

ঘুমাইল, আবার একেবারে ভগ্নবল হইয়া জাগরিত হইল —টম অনুমান করিল তখন মঙ্গলবার হইয়া থাকিবে!

তখন টমের মনে একটা মৎলব আসিল। আশে পাশে কতকগুলি সুরঙ্গ ছিল। ইহাদের ভিতর দিয়া বহির্গমনের একটা কোনও পথ বাহির করিবার চেষ্টা সে করিবে। আলস্যে গা ছাড়িয়া দিয়া মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা অপেক্ষা একটা কোনো চেষ্টা করা তবু ভাল। টম পকেট হইতে কতকগুলি ঘুড়ির সুতা বাহির করিয়া তাহার এক দিক দেওয়ালের গায় একটা পর্ব্বত শৃঙ্গে বাঁধিল এবং বেকিকে সঙ্গে লইয়া সুতা ছাড়িতে ছাড়িতে একটী শাখাপথে অগ্রসর হইয়া চলিল। কিছু দুর অগ্রসর হইতেই সম্মুখে একটা উঁচু জায়গা তাহাদের পথ রোধ করিয়া আছে বুঝিতে পারিয়া টম উহার উপরে উঠিবার চেষ্টা করিল। বুকে হাতে ভর দিয়া কোনো প্রকারে উহার উপরে উঠিবামাত্র দেখিতে পাইল অতি নিকটেই একজন কাহার হাতে একটা আলো জ্বলিতেছে! একটী পর্ব্বত শৃঙ্গের আড়ালে থাকায় লোকটীকে দেখা গেল না—টম প্রবল উৎসাহে চিৎকার করিয়া উঠিল—এবং সেই মুহূর্ত্তেই লোকটীও অন্তরাল হইতে সরিয়া আসিল—ভীত বিস্মিত টম দেখিল সে ব্যক্তি তাহার ভীষণ শত্রু ইঞ্জান জো! ভয়ে টমের সর্ব্ব শরীর অবশ হইয়া পড়িল। নড়িবার তাহার শক্তি রহিল না। যাহা হউক পর-

মুহূর্তেই ইঞ্জান জোকে সে স্থান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিতে দেখিয়া অনেকটা সে আশ্বস্ত হইল। টম বুঝিল জো তাহার গলার স্বর চিনিতে পারে নাই—নতুবা এই সুন্দর সুযোগে তাহার প্রাণটা হনন করিতে ইঞ্জান ইতস্ততঃ মাত্র করিত না। ভয়ে টমের দেহের প্রতি মাংসপিণ্ড দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে ভাবিল যদি কোনো প্রকারে ঝড়ণার তীর পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে—তবে প্রাণান্তেও আর সে স্থান ত্যাগ করিবে না। যাহা দেখিয়াছে বেকির কাছে সে কথা গোপন করিবার বিষয় সে সতর্ক হইল; বেকিকে বলিল—যদিই কেউ শুনিতে পায়, মাত্র এই ভরসায় সে চিৎকার করিয়াছিল।

কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রবল ভাব ধারণ করিলে ভয় ভাবনাকেও অতিক্রম করে। কিয়ৎকাল ঝড়ণার ধারে কাটিবার পর আবার তাহারা নিদ্রাঘোরে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। বহুকালপর এক দারুণ ক্ষুধায় আর্ত্ত হইয়া তাহারা জাগরিত হইল। টম ভাবিল নিশ্চয় ততক্ষণ বুধ কিম্বা বৃহস্পতি এমন কি হইতে পারে শুক্র বা শনিবার হইয়া থাকিবে। তাহাদের তল্লাসের সমস্ত আয়োজন এবং চেষ্টা এতদিনে নিশ্চয় পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে ভাবিল আবার একবার চেষ্টা করিয়া দেখিবে। সকল প্রকার সঙ্কট, ভয় ভাবনাই তাহার মন হইতে তখন

বিদূরিত হইয়াছিল—এমন কি ইঞ্জান জোর কবলে পতিত হইবার আশঙ্কাকেও সে মন হইতে দূর করিয়াছে। কিন্তু বেকি বড়ই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল; অর্দ্ধ জাগ্রত কেমন এক তন্দ্রার ঘোরে সে অভিভূত। টম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কিন্তু বেকি বলিল, সে যেখানে আছে সেখানেই প্রতিক্ষা করিবে—অনতিদূরবর্ত্তী মৃত্যুর জন্য। সে টমকে বলিল, ইচ্ছা হইলে সে পথের সন্ধানে যাইতে পারে—কিন্তু কতক্ষণ পর পরই যেন সে একবার করিয়া বেকিকে আসিয়া দেখিয়া যায়—আর তার সঙ্গে কথা বলে। আর বেকি টমকে এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিল যে, সেই শেষ সময় উপস্থিত হইলে সে যেন তার কাছে বসে, এবং হাত দুখানা ধরে রাখে—যতক্ষণ সব শেষ হয়ে না যায়। টম অশ্রুপূর্ণ চক্ষে—বেকিকে চুম্বন করিল এবং সেই গুহা হইতে বহির্গত হইবার উপায় নিশ্চয় উদ্ভাবন করিবে—আকারে ইঙ্গিতে এরূপ ভাব প্রকাশ করিল। অতঃপর সে ঘুড়ির সুতাগুলি নিয়া 'হামাগুড়ি' দিয়া দিয়া—একটী সুরঙ্গ পথে অগ্রসর হইয়া চলিল। দারুণ ক্ষুধায় কাতর বলহীন দেহটী কোনো প্রকারে অতি কষ্টে সে সম্মুখ দিকে চালনা করিতেছিল।

(৩)

মঙ্গলবার আসিল—দিন গেল—সূর্য্য ডুবিয়া গিয়া

রাত্রি হইল। ক্ষুদ্র সহরটী তখন পর্য্যন্ত শোকার্ত্ত। শিশুদের খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অধিকাংশ অনুসন্ধানকারী ফিরিয়া আসিয়াছে। থেচার পত্নী শয্যাগত—প্রায়ই প্রলাপ বকিতেছেন—চেতনাহীন অবস্থায় তাঁহার কন্যাকে তিনি মাঝে মাঝে এরূপ ভাবে ডাকিয়া উঠিতেন—এবং মাথা তুলিয়া একমিনিট কাল চারিদিক খুঁজিয়া দারুণ নিরাশায় এরূপ আর্ত্তনাদ করিয়া অবসন্ন দেহে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িতেন, যে তাহা দেখিতে বড়ই মর্ম্মভেদী ছিল! মাসী পলীও একেবারে শোকে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন —এবং তাঁহার ধূসর বর্ণ কেশরাশি শোকদুঃখে একেবারে শাদা হইয়া পড়িয়াছে।

মঙ্গলবার রাত্রে গ্রামবাসী নিরাশ বিষন্ন ভাবে—শয্যা গ্রহণ করিল।

প্রায় দুপ্রহর রাত্রে হঠাৎ গ্রামের ঘণ্টাগুলি ভীষণ শব্দে বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অর্দ্ধনগ্ন, উত্তেজনা-উন্মত্ত গ্রামবাসী রাস্তা দিয়া দলবদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া ছুটিল, "তাদের পাওয়া গেছে! তাদের পাওয়া গেছে!" ঘণ্টা শব্দের সঙ্গে শিঙ্গার ফুৎকার ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া এক উন্মাদ কলরবের সৃষ্টি করিল—গ্রামবাসী এক বিরাট জনতা সৃষ্টি করিয়া নদীর দিকে ছুটিয়া চলিল। আনন্দে আত্মহারা গ্রামবাসী কর্তৃক টানিত এক খোলা গাড়ীতে টম ও বেকি আসিতেছিল, পথেই সকলে তাহাদের সহিত

মিলিত এবং সকলে প্রবল উল্লাসে কলরব করিতে করিতে গৃহাভিমুখী হইল।

গ্রামখানি আলোকমালায় সজ্জিত হইল। সে রাত্রে আর কেহই শয্যা গ্রহণ করিল না। ক্ষুদ্র গ্রামখানিতে এরূপ মহোৎসব রাত্রি আর হয় নাই।

মাসী পলী সম্পূর্ণ সুখী হইলেন। থেচার পত্নীও প্রায় ততটুকু—কেবল গুহাভ্যন্তরে তাঁহার স্বামীর নিকট এই সুসংবাদটা পৌঁছিলেই তাঁহার সুখও ষোলকলায় পূর্ণ হইত।

একটী সোফায় টম শুইয়া আছে। আশে পাশে উৎসুক শ্রোতামণ্ডলী—সকলের অনুরোধ ক্রমে টম তাহাদের আশ্চর্য্য পিক্‌নিকের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল—অবশ্য অনেক কথা সাজাইয়া বাড়াইয়া নূতন রঙ্গে অতিরঞ্জিত করিয়া। উপসংহারে বলিল—যেরূপ অবস্থায় বেকিকে রাখিয়া একাকী অবসন্ন দেহে বহির্গমন পথের সন্ধানে গমন করিয়াছিল এবং ঘুড়ির সূতা ছাড়িতে ছাড়িতে দুইবার দুইটি সুরঙ্গপথে গিয়াও কোনো পথ না পাইয়া শেষে তৃতীয় বার অন্য একটী সুরঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল; কিরূপ সে সেবার সমস্ত সূতা ছাড়িয়া গিয়া শেষে ফিরিবে মনে করিয়াছে এমন সময় অনেক দূরে কেমন যেন অস্পষ্ট দিনের আলোর মত একটী ক্ষীণ আলোক রেখা দেখিতে পাইল এবং

সূতা ফেলিয়া দিয়া সে আলোক রেখা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া একটী গর্ত্তের ভিতর দিয়া মাথা বাড়াইয়া দিল। কি দেখিল? দেখিল উজ্জ্বল দিবালোকে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে—অদূরে মিসিসিপী নদী কুলুকুলু বহিয়া যাইতেছে। যদি তখন দিন না হইয়া রাত্রি হইত—তবে আর সে আলোক রেখাটা দেখিতে পাইত না—তাহাদের বাঁচিবার তাহা হইলে আর কোনো আশাই থাকিত না। তারপর টম বেকির কাছে ফিরিয়া গিয়া এই সুসংবাদটা প্রকাশ করিল কিন্তু বেকি বলিল এরূপ মিথ্যা আশায় তাহাকে প্রলুব্ধ না করিতে; তাহার সমস্ত শক্তি দূর হইয়াছে এবং সে জানে সে শীঘ্রই মরিবে আর সে মরিতে চায়ও। বেকিকে টম কত চেষ্টায় যে এই সংবাদে বিশ্বাস স্থাপন করাইয়াছিল এবং বেকি যখন কোনো মতে অতি কষ্টে সেই গর্ত্তের মুখে আসিয়া স্পষ্ট দিবালোক দেখিল তখন যে সে আনন্দে কিরূপ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিল, এ সমস্তই টম বিবৃত করিল। তারপর টম সেই গর্ত্ত দিয়া বাহির হইয়া বেকিকেও টানিয়া বাহির করিল এবং তারা সেখানে উন্মুক্ত আকাশ তলে দুজনে বসিয়া অত্যধিক আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া কিছুক্ষণ কাঁদিল। নিকটেই নদী দিয়া কয়েকজন লোক নৌকা করিয়া যাইতেছিল টম তাহাদিগকে ডাকিল এবং ডাকিয়া আনিয়া সমস্ত কথা বলিল—তাহাদের দুর্দ্দশার

কথা—তাহারা যে দারুণ ক্ষুধায় মৃতপ্রায় সে কথা। এই অদ্ভুত ইতিহাস লোকগুলি প্রথমে বিশ্বাসই করিল না। "কেননা", তাহারা বলিল, "সে গুহা মুখ হইতে তোমরা ৫ মাইল দূরে অবস্থিত রহিয়াছ।" যাহা হউক তাহারা টম ও বেকিকে নৌকায় তুলিয়া লইল এবং দাঁড় বাহিয়া একটী বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল—তাহাদের পেট ভরিয়া খাওয়াইল এবং রাত্রি ৭।৮টা পর্য্যন্ত বিশ্রাম করাইল—তারপর তাদের বাড়ী নিয়া আসিল।

ভোর হইতে না হইতেই গুহার ভিতর হইতে জজ থেচার এবং তাঁহার সঙ্গী অল্প কয়েকজন অনুসন্ধানকারীকে ডাকিয়া বাহির করিয়া, সুসংবাদটা দেওয়া হইল।

তিন দিন তিন রাত্রির পরিশ্রম এবং উপবাসের আক্রমণ সহজে সারিল না। সমস্ত বুধ এবং বৃহস্পতিবার টম ও বেকি শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিতেই পারিল না। ক্রমেই যেন তাহারা অধিক দুর্ব্বল এবং অক্ষম হইয়া পড়িতেছিল। বৃহস্পতিবার দিন টম একটু সুস্থ বোধ করিল, শুক্রবার দিন একবার বেড়াইতে বাহির হইল এবং শনিবার দিন স্বাভাবিক স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইল। কিন্তু বেকি রবিবার দিনের পূর্ব্বে গৃহ হইতে বাহির হইতে পারে নাই। তাহাকে দেখিলে মনে হইত যেন সে কতকাল রোগে ভুগিয়া উঠিয়াছে।

সুস্থ সবল হইয়া টম জজ থেচারের গৃহে বেকিকে দেখিতে গেল। জজ থেচার এবং তাঁহার কয়েকজন বন্ধু, টমের সঙ্গে, তাহাদের পিকনিকের বিষয় আলাপ করিতে লাগিলেন। একজন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন—টম আবার একবার গুহার ভিতর যাইবে কি না। টম বলিল, হাঁ, সে ভয় পাইবে না।

জজ বলিলেন :

"তোমার মত দুঃসাহসী আরো অনেক আছে। কিন্তু আমরা সে বিষয়ে সতর্ক হয়েছি। আর কেউ গুহার ভিতরে হারিয়ে যাবে না।"

"কেন ?"

"কারণ, আমি গুহার দরজাটা মোটা লোহার পাত দিয়ে চিরকালের জন্ত বন্ধ করে দিয়েছি। তিনটা তালা লাগিয়ে চাবি আমার বাক্সে বন্ধ করে রেখেছি।"

টম একেবারে কাপড়ের মত শাদা হইয়া গেল।

"ওকি, টম! এই কে আছ শীগ্‌গির এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে এস!"

জল আনিয়া টমের মুখে চোখে ছিটাইয়া দেওয়া হইল।

"আঃ যাক্ সব সেরেছে। টম, হঠাৎ তুমি এমন হয়ে গেছলে যে ?"

"ও, জজ, ইঞ্জান্ জো, গুহার মধ্যে রয়ে গেছে!"*

---

* "Tom Sawyer" হইতে।

জর্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাগৃহ

জর্ম্মাণীতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের বড় সম্মান। ছাত্রেরা কোনও অপরাধ করিলে সাধারণ বিচারালয়ে তাহার বিচার হয় না,—সে বিচার করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ। সহরে হয় ত কোনও ছাত্র শান্তিভঙ্গ করিবার অপরাধে পুলিশ কর্তৃক ধৃত হইল কিন্তু যে মুহূর্ত্তে শান্তিরক্ষক জানিতে পারিল তাহার গ্রেপ্তারী আসামীটী বিদ্যালয়ের ছাত্র অমনি সে সসম্মানে তাহাকে তিনবার নমস্কার করিয়া—বিনয়ের সহিত তাহার নাম ধাম জানিয়া লইয়া অন্যমুখী হইল। জর্ম্মাণীতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের এতই সম্মান।

যথাসময়ে ঘটনাটী অবশ্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের গোচরীভূত করা হয়—তাঁহারাও অপরাধীকে বিচারানুযায়ী শাস্তি প্রদান করেন। অপরাধীকে বিচার স্থলে উপস্থিত করিবার জন্য কোনও পীড়াপীড়ি করা হয় না—তাহার অনুপস্থিতিতেই সাধারণতঃ বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

তারপর বিদ্যালয়ের পুলিশ একদিন হয়ত অপরাধীর দরজায় গিয়া উপস্থিত। সম্মতি লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া—সে সস্মিত বদনে বিনয়ের সহিত নিবেদন করে—

"আমি এসেছি—আপনাকে কারাগারে নিয়ে যেতে। অনুগ্রহ ক'রে আমার সঙ্গে এলে বাধিত হ'ব।"

“বটে, তা আমি ত এরূপ প্রত্যাশা করিনি—আমি কি করেছি বল ত ?”

“দু সপ্তাহের কথা—আপনি শহরে শান্তিভঙ্গ করেছিলেন।”

“ওঃ, মনে হয়েছে। তা সেজন্ত আমি বুঝি অভিযুক্ত হয়েছিলাম—আমার বিচার হয়েছে—আমি দণ্ড পেয়েছি ?”

“আজ্ঞে, তাই। আপনার দু’দিনের—নির্জ্জন কারাবাস দণ্ড হুকুম হয়েছে।”

“কিন্তু—আমি ত আজ যেতে পারছি না !”

“কেন—তা’ কি বলবেন দয়া করে ?”

“আমার আজ Engagement আছে একটা।”

“তা হ’লে কাল যেতে পারবেন—বোধ হয় ?”

“না, কাল আমার “অপেরা” দেখ্‌তে যাওয়ার কথা আছে।”

“শুক্রবার কি আস্‌তে পারবেন তা হলে।”

(চিন্তিত ভাবে) “শুক্রবার—শুক্রবার, রোস, দেখছি। বোধ হয়—সেদিন আমার বিশেষ কোনও কাজ নেই।”

“তবে—সেদিন আপনাকে প্রত্যাশা ক’রতে পারি বোধ হয় ?”

“আচ্ছা—তাই হবে।”

"ধন্যবাদ—নমস্কার।"

"নমস্কার।"

তারপর স্বেচ্ছায় অপরাধী নির্দ্ধারিত দিবসে কারাদণ্ড গ্রহণ করিল।

কোনও এক ভদ্রলোকের নিকট একটী ছাত্র একদিন বলিতেছিল—সামান্য একটু অপরাধে তাহার ১২ ঘণ্টা কারাবাস হুকুম হইয়াছে—সে বিদ্যালয়ের পুলিশের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছে শীঘ্রই একটা সুবিধামত দিন দেখিয়া কারাগারে যাইবে। এ ছাত্রটী যে দিন কারাদণ্ড গ্রহণ করে—ভদ্রলোকটী সেদিন তাহার সঙ্গে দেখা করিতে, কারাগারে গিয়াছিলেন। তিনি কারাগারের যে বর্ণনা করিয়াছিলেন—তাহা এইরূপ।—

কারাগৃহটী বেশী বড় নয়—সাধারণ কারাগার অপেক্ষা সামান্য একটু বড়। জানালাটী বেশ বড়ই এবং উহা লোহার জালে ঢাকা। গৃহে হাওয়া খেলে বেশ। সে গৃহে ছিল—একটী ষ্টোভ্, কাঠের দুইখানি চেয়ার, বহুদিনের পুরাতন দুইটী টেবিল। বিভিন্ন ব্যক্তির নাম ধাম, নানারূপ মূর্ত্তি, ছবি, উক্তি (motto), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা,কাজের কথা, বাজে কথা, প্রেমের কথা, আশ্বাস, হতাশ্বাস—ইত্যাদি টেবিলের গায়ে খোদা। একটী, স্বল্পপরিসর কাঠের তক্তাপোষ—তাহার উপর শতচ্ছিন্ন একটি মাদুর। বিছানার চাদর, বালিশ, কম্বল

ইত্যাদি কিছুই নাই—আসামী আবশ্যক বোধ করিলে এ সব নিজ ব্যয়ে সংগ্রহ করিতে পারে।

গৃহের ছাদটি লক্ষ্য করিবার জিনিস। বাতির শিষ দিয়া নাম, তারিখ, কবিতা ইত্যাদি কত কথাই না সেখানে লিখিত হইয়াছে। দেওয়ালের গায়েও নানা চিত্র অঙ্কিত—কোনটী বা কালিতে আঁকা—কোনটি বা বাতির শিষে, কোনটি পেন্সিলে;—আবার কতকগুলি চিত্রে লাল নীল ইত্যাদি নানা রঙের খড়ি মাটিতে অঙ্কিত। ছবিগুলির ফাঁকে ফাঁকে যে ২।১ ইঞ্চি স্থান খালি ছিল কারাপ্রবাসী সে স্থান নানা গদ্য পদ্য রচনায় ও নাম তারিখ ইত্যাদিতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে।

দেওয়ালের গায় একখানা বোর্ডে—কারাগারের নিয়মাবলী টাঙ্গান।—দু' একটি নিয়ম এই।

অপরাধীকে কারাগৃহে প্রবেশ করিবার সময় ২০ সেণ্ট দক্ষিণা এবং কারাত্যাগ কালীনও সেই পরিমাণ অর্থ দিতে হইবে। (এ ছাড়াও দৈনিক ১২ সেণ্ট করিয়া কারাগৃহের ভাড়া নির্দ্ধারিত আছে।)

সামান্য কিছু মূল্য লইয়া কারাগার হইতে কাফি এবং প্রাতরাশ যোগান হয়—কিন্তু মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালীন ভোজনের ব্যয় কারাপ্রবাসীকেই বহন করিতে হইবে।

দেওয়ালের গায় যে সব বহুমূল্য রচনা অঙ্কিত আছে, তাহার দু'একটির নিদর্শন।

জর্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের কারাগৃহ

"পরের অভিযোগে আমাকে এখানে আসিতে হইল—পশ্চাৎবর্ত্তীগণ সাবধান হইবেন।"

"কারাজীবনটা কেমন তাহার স্বাদ গ্রহণ কামনায় আমি স্বেচ্ছায় শান্তিভঙ্গ করিয়া এখানে আসিয়াছি।" সম্ভবতঃ এরূপ কৌতূহল আর তাঁহার হয় নাই।

"R, Diengandt—ভালবাসার পরিণাম—চারিদিন কারাবাস। অন্যায় শাস্তি!"

"বিচার কর্ত্তার বুঝিবার ভুল—সাহসিকতা প্রদর্শনের জন্য চারি সপ্তাহ।" এ কারাগারে এত দীর্ঘকালের কয়েদী আর দেখা যায় না। অপরাধটী ভাল করিয়া ব্যাখ্যা করিলে বুঝিতে সুবিধা হইত।

স্থানে স্থানে ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করিয়াও কত কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অনেক স্থলে, সে সব বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ঘসিয়া তুলিয়া ফেলিয়াছেন। অধ্যাপক Dr. K. কে অভিবাদন না করিবার অপরাধে এক ব্যক্তির তিনদিনের কারাদণ্ড হয়—এই অপরাধেই অপর একজন "দুইদিন তিন রাত্রি নির্জ্জন প্রবাস" করিয়াছেন। তাই এক স্থানে চিত্রে Dr. K. কে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নির্জ্জন কারাগারে সময় কাটাইবার জন্য কয়েদীরা অনেক স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তীগণের লেখা স্থানে স্থানে পরিবর্ত্তন করিয়া আমোদ উপভোগ করে। হয়ত কোন কারা-

প্রবাসীর লিখিত নাম ধাম ও দণ্ড প্রাপ্তির তারিখ ঠিকই রহিয়াছে—পরবর্ত্তী কোনও ব্যক্তি তাহার উপরে বড় বড় অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে—

"চুরির অভিযোগে" "হত্যা অপরাধে" ইত্যাদি।

একস্থানে ক্ষুব্ধ চিত্তের বিপ্লব—কেবলমাত্র "প্রতিশোধ" বাক্যটিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেন যে কারাবাসী এত প্রতিহিংসা বুকে পুরিয়াছিলেন—সে কৌতূহল নিবারিত হওয়ার উপায় নাই।

এক স্থানে ব্রাণ্ডির বোতল হাতে একটী ছাত্রের ছবি অঙ্কিত আছে। নীচে লেখা—"সকল ভাবনা হইতে একমাত্র ইহাই পরিত্রাণ করিতে পারে।"

আরও কত অদ্ভুত—কত আশ্চর্য্য—কত করুণ—কত হাস্যোদ্দীপক লিপি অঙ্কিত আছে—সকল কথা বলিবার স্থান কোথায়?

ফাঁকি

অল্প কিছুদিন হয় Clayonian Societyর যুবকদের জন্য আমি বক্তৃতা করিয়াছিলাম। সেদিন বিকালে উল্লিখিত সমাজের একটী যুবকের সহিত আলাপ করিতেছিলাম। কথাপ্রসঙ্গে যুবক বলিল তার এক মাতুল আছেন, কোনও এক অজ্ঞাত কারণে, তাঁহার হৃদ্‌বৃত্তিগুলি মূক হইয়া গিয়াছে—কি আনন্দে কি শোকে দুঃখে কোনো অবস্থাই তাঁহাকে একটু বিচলিত করিতে পারে না। তাহার পর যুবকটী অশ্রু গদগদ কণ্ঠে কহিল ঃ

“হায়, যদি আর একবারও তাঁহাকে হাসিতে দেখিতাম! হায়, যদি ক্ষণেকের জন্যও তাঁহাকে শোকে একটু বিচলিত হইতে দেখিতাম!”

আমি যুবকের দুঃখের কথা শুনিয়া অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কাহারও দুঃখ আমি সহ্য করিতে পারিনা। যুবককে বলিলাম ঃ

“তাঁহাকে আমার বক্তৃতা শুন্‌তে নিয়ে আস্‌বেন। আপনার ইচ্ছানুরূপ আমি তাঁকে বিচলিত করবো।”

“হায়, যদি তা করতে পারেন! যদি তা করতে পারেন—তবে আমাদের পরিবারের সকলে চিরকালের জন্য আপনার কাছে কৃতজ্ঞতার ডোঁরে বাঁধা থাক্‌বো—তিনি আমাদের বড় প্রিয়! ওগো সহৃদয় মহাশয়, আপনি কি

তাঁহাকে হাসাতে পারবেন?—ওই চোখ দুটীতে কি আপনি বিন্দুমাত্র অশ্রু সঞ্চারিত করতে সমর্থ হবেন?"

আমি খুব বেশী অভিভূত হইয়া পড়িলাম। বলিলাম:

"যুবক, তাঁকে তুমি নিয়ে এসো। আমার বক্তৃতায় এমন কতকগুলি হাসির কথা আছে—যা শুনলে তাঁকে হাসতেই হবে যদি হাসি বলে মানুষের হৃদয়ে একটা পদার্থ থেকে থাকে। আর যদি তাতেও কোনো কাজ না হয়—আমার বক্তৃতায় এমন সব কথাও আছে যা শুনে কঁদতেই হবে, না কেঁদে উপায় নেই।"

যুবকটী আমার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া কিছুকাল ক্রন্দন করিল। তারপর দুই হাত আমার মাথার উপর রাখিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া অতি সম্ভ্রমের সহিত কি যেন বলিল। শেষে সে তাহার মাতুলকে আনিতে গেল।

সে তাঁহাকে আনিয়া ঠিক আমার সম্মুখে বসাইয়া দিল। আমিও তাঁহার উপর আমার বিদ্যার প্রয়োগ করিতে লাগিলাম। অতি মৃদুভাবে আরম্ভ করিয়া ক্রমে আমি হাস্যরসের মাত্রা চড়াইয়া দিলাম। ভাল মন্দ নূতন পুরাতন নানাপ্রকার বিদ্রুপের কথায়ই তাঁহাকে হাসাইতে চেষ্টা করিলাম। গভীর হাস্যরসের অবতারণা করিলাম কিন্তু কোনো ফল হইল না। তখন আমি উত্তেজিত হইয়া পড়িলাম—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া আমি তাঁহাকে ভয়ানক রকম অপমান করিতে

লাগিলাম। নিন্দা টিটকারী গালি—ক্রমে আমি চিৎকার করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম এবং ক্রোধে ক্ষোভে একেবারে উত্তেজনার চরম সীমায় পৌঁছিলাম কিন্তু তাঁহাকে একটু যদি টলাইতে পারিতাম। মুখে যদি হাসির একটু ক্ষীণ রেখাপাত পর্য্যন্ত হইত! চোখে যদি বিন্দুমাত্র অশ্রু সঞ্চারিত হইত! আমি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইলাম। এক অপূর্ব্ব হাস্যরসের অবতারণা করিয়া—তাঁহাকে আর একবার ভীষণ ভাবে অপমান করিয়া আমি আমার বক্তৃতার উপসংহার করিলাম। কিন্তু কি অদ্ভুত—লোকটা অবিচলিত। শেষে আমি শ্রান্ত ক্লান্ত দেহে ক্ষুব্ধ চিত্তে আসন গ্রহণ করিলাম।

সমাজের সভাপতি আসিয়া আমার মাথায় শীতল জল সিঞ্চন করিয়া, বলিলেন :

"আপনি বক্তৃতায় এরূপ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে? আপনাকে কিছুতে পেয়ে বসেনি ত?"

আমি বলিলাম :

"ঐ বুড়ো মূর্খ হতভাগাটাকে আমি হাসাতে চেয়েছিলাম।"

"আপনি কেবল অনর্থক কতকটা সময় নষ্ট করছিলেন। কারণ সে কানেও কিছু শুনতে পায় না চোখেও কিছু দেখে না। তার উপর সে একেবারে বোবা!"

এতক্ষণ আমার জ্ঞান হইল। এরূপ ভাবে একজন আগন্তুক ভদ্রলোককে ফাঁকি দেওয়া কি যুবকটীর উচিত হইয়াছিল!